www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

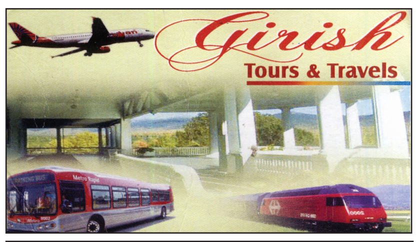

493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/ 9433387953

সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৩৩ সংখ্যা, ২৩ জৈষ্ঠ্য-২৯ জৈষ্ঠ্য ,১৪২১ঃ ৭ জুন-১৩ জুন,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.33, 7 June-13 June, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার কারণে ভারতীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন গড়ে ওঠেনি

শ্রীনগর ও জম্মু থেকে
ড. জয়ন্ত চৌধুরী

এই সেই শ্রীনগর যেখানে বাংলার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বুকে নিয়ে রহস্যজনক ভাবে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। না, কোথাও কোনও স্মৃতিচিহ্ন চোখে পড়ল না। অখণ্ড ভারতের জন্য যাঁরা লড়াই করেছিলেন তাঁদের কোথাও কোনও মূর্তি বা রাস্তার নাম দেখা গেল না। ঝাঁ চকচক শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে শুরু করে রাজধানী নগরীর প্রতিটা পথেই ইনসাস রাইফেল ধারী সিআরপিএফ কিংবা ভারতীয় সেনাবহিনীর জোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। সদ্য নাওয়াজ শরিফকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মোদি। বিপুল ভোটে বিজেপি ক্ষমতায়। এই নিয়ে উপত্যাকা নগরীতে চাপা উত্তেজনা আর 'ভিনদেশী' সাংবাদিকের কাছে মুখ না খেলার প্রবণতা স্পষ্ট। কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষের জীবিকা পর্যটন নির্ভর। অপহরণ, গুলি চালনার জেরে সেদিন শ্রীনগরের 'ধর্মতলা' লালচক বাজার বন্ধ। ক্ষুব্ধ তরুণ অটোচালক সইফ কিন্তু এরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। ওমর পেশায় ট্যাক্সি চালক ও ট্যুর অপারেটর, সে আবার জম্মুকাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের সঙ্গেও যুক্ত। পরিচয় গোপন করে জানতে চাইলাম ভূ-স্বর্গে এত হিংসা কেন? শিক্ষিত তরুণ 'ওমর' ক্ষোভ উগরে দিল রাজ্যের 'চোর' রাজনীতিক আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর হিন্দুদের প্রতি কোনও রাগ নেই। শ্রীনগর নামকরণটি 'শ্রী' অর্থাৎ লক্ষ্মী'র নামে হলেও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানদের কোনও দেবস্থান নেই, বলা ভাল রাখতে দেওয়া হয়নি। কট্টর ইসলামী সংস্কৃতির জেরে অনেকটা বাস স্টপেজের মতো কিছুটা অন্তর মসজিদ। বরফ পড়ার কারণেই সম্ভবত

প্রতিটা মসজিদের চূড়া কৌণিক, গোলাকার ডোম নয়। ডাললেকের দক্ষিণ পাড়ের পাহাড় শীর্ষে শঙ্করাচার্যের মন্দিরটিকে পর্যটন তালিকার বাইরে রাখেন ভিনরাজ্যের ট্যুর অপারেটররা।

শ্রীনগরের পাঁচ কিলোমিটার দূরে খানইয়ারি। যেখানে প্রভু যীশুর সমাধিক্ষেত্র আছে বলে মনে করেন পশ্চিমি গবেষকরা। সেই রোজাবাল-এর ছবি তুলতে স্থানীয় লোকজন প্রতিবেদককে বাধা দিলেন। তাঁদের বক্তব্য এর জন্য 'লড়াই'র হয়ে যেতে পারে। বোঝা গেল এঁরা হিন্দুস্তানে থাকলেও 'দিল' পাকিস্তানি। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারার ধারাবাহিক সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মহান উদার ইসলাম ধর্মকে সামনে রেখে দেশ বিরোধী সংস্কৃতির 'বিষ' ছড়িয়ে দিয়েছে কাশ্মীরী যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে। গরিব পরিশ্রমী কাশ্মীরের মুসলিম পরিবারগুলির কাছে ভারতীয় উদার ধর্মসংস্কৃতির হাওয়া পৌঁছতে দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকদের শুধু নয়, যারা শ্রীনগরে রাজনীতি করেন না তারা বুঝতে পারবেন না দিনের পর দিন বিশেষ সংরক্ষণের বিষময় ফল। কাশ্মীরের সাংসদ ড. জিতেন্দ্র সিং সঠিক প্রশ্ন তুলেছেন ৩৭০-এর যৌতিকতা নিয়ে। যদিও এখানকার 'গ্রেটারকাশ্মীর', 'কাশ্মীররিডার' প্রভৃতি কাগজগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার হুমকিমূলক বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জম্মুতে পৌঁছে ৩৭০ ধারা নিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত পেলাম সাধারণ মানুষের কাছে। শহীদ ভগৎ সিং চক, বিনায়ক বাজার, গান্ধীনগর প্রভৃতি জায়গার হোটেল মালিক, দোকানদার, বই ব্যবসায়ী কিংবা পাড়ার মোড়ে জমায়েত হওয়া ব্যক্তিদের কাছে ৩৭০ ধারা নিয়ে আলোচনায় আসার চেষ্টা করতেই ভূ-স্বর্গ নগরীর যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বাইরে থেকে 'মিস্‌গাইড' করার প্রসঙ্গ উঠে এল। কমবেশি জোরের সঙ্গে তাঁরা জানালেন 'কড়াশাসক' এলে হয়ত এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আশা করা যায়। মোদির প্রতি তাঁদের দুর্বলতা স্পষ্ট। কিছুদিন আগে দিল্লিতে থাকাকালীন বিজেপি সমর্থকদের মধ্যেও ৩৭০ ধারা তুলে 'একদেশ একআইন একনিশান'-এর বার্তা পেয়েছিলাম, রাজনীতিকরা যাই ভাবুন। স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘকাল যেমন জাতপাত নিয়ে সংরক্ষণ করে ভারতীয় মেধাশক্তির অবক্ষয় ঘটানো হয়েছে তেমনি সুদীর্ঘকাল ৩৭০ ধারা 'স্পর্শকাতরতার' দোহাই দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যকে অপমান করা হয়েছে। উন্নয়ণ, বিভিন্ন পেশা ও প্রতিযোগিতায় যাবার সুযোগ ঘটুক কাশ্মীরে। ৩৭০ ধারা আলোচনার মাধ্যমেই উঠে যাক। উন্নয়ণের ও ভারতীয়ত্বের খোলা বাতাস ঢুকুক শ্রীনগরে, বৃহত্তর কাশ্মীরে।

গোয়েন্দা পর্যালোচনা বলছে

দাউদ ইব্রাহিমের মূল এজেন্ট এখন অচেনা জাভেদ 'ডাক্তার'

বিশেষ সংবাদদাতা: দাউদ ইব্রাহিমের নাম উপমহাদেশে জানেন না এমন মানুষ বোধহয় খোঁজ করলেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু জাভেদ চুতানি'র নাম ক'জন জানেন, তার হদিশ পাওয়া সত্যিই মুশকিল ব্যাপার। সূত্রের খবর, তিনিই এখন 'ডি' কোম্পানিকে পরিচালনা করছেন সার্বিকভাবে। সাধারণত, দাউদ ইব্রাহিম তার দু-একজন একেবারে কাছের মানুষ ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলেন না। এই সিন্ডিকেটের মধ্যে রয়েছেন দাউদের ভাই আনিশ ইব্রাহিম, ছোটা শাকিল। এদেরই একজন জাভেদ চুতানি, যাকে দেখতে কেমন, তা ভারত তো নয়ই, পৃথিবীর অনেক তাবড় এজেন্সির কর্তাব্যক্তিরাও জানেন না। ২০১৩ সালের জুলাই মাসে বিনোদন ক্রিকেটের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে 'স্পট ফিক্সিং' মামলায় দিল্লি পুলিশ যখন মামলা করে তখন জাভেদ চুতানিকে দাউদ ইব্রাহিম ও ছোটা শাকিলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু পুলিশ তার কোনও ছবি দিতে পারেনি। চুতানি'র ঠিকানা হিসেবে লেখা হয়েছে করাচি, পাকিস্তান, ব্যস ওইটুকুই। তার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের কন্ট্রোল অফ অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যাক্টের ৪১৯, ৪২০ নম্বর ধারা এবং আরও ১২০টি ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যদিও তাকে দেখতে কেমন বা তিনি কোথায় থাকেন কেউ জানাতে পারেনি।

ভারতীয় উপমহাদেশে জাভেদ চুতানিকে সবাই ডাকে 'ডাক্তার' নামে, যদিও তিনি চিকিৎসক নন। তাঁর নাম ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে

এক্সক্লুসিভ

এই টিঙ্কু মোদিকেই সম্প্রতি গ্রেফতার করার পর তাকে জেরা করার সূত্রে চুতানি সম্পর্কে পুলিশ কিছু আভাস পায়।

ইতিমধ্যে উঠে এসেছে।

বুকিদের মধ্যেই দু-একজন ছাড়া কেউ তাকে দেখেনি বা তার সঙ্গে কথাও বলেনি। এই বুকিদের মধ্যে একবার টিঙ্কু মোদি কথা বলেছিলেন চুতানি'র সঙ্গে। এই টিঙ্কু মোদিকেই সম্প্রতি গ্রেফতার করার পর তাকে জেরা করার সূত্রে চুতানি সম্পর্কে পুলিশ কিছু আভাস পায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, জাভেদ চুতানি'র আসল পরিচয় কী? অসমর্থিত সূত্রের খবর, দাউদ ইব্রাহিমের সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য তিনি। সবসময় খুবই 'লো প্রোফাইল' বজায় রাখেন। বয়স ইতিমধ্যেই চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। অতীতে তিনি নাকি পাকিস্তানের জাতীয় টেবিল টেনিস দলের খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তা হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। ধৃত বুকি টিঙ্কু মোদি'র সঙ্গে কথা বলার সময় একবার ফোন ট্যাপ করে ভারতের গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পারে, ডাক্তারের সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেটের একজন কিংবদন্তি অধিনায়ক ও জনৈক পাকিস্তানি ক্রিকেটার, যিনি ম্যাচ ফিক্সিং'য়ের ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে জড়িত বলে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এই ক্রিকেটারই অতি সম্প্রতি যেসব ম্যাচ ফিক্সিংয়ের আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তাকে সাহায্য করার জন্য

এরপর দু'য়ের পাতায়

প্রয়াত দুই বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রয়াত হলেন বিজেপি'র দুই জনপ্রিয় নেতা। গত ২ জুন দিল্লির এইমস-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জনপ্রিয় নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন সিকদার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ডায়াবেটিস ও কিডনির অসুখে ভুগছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি'র অভ্যুত্থানের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন তপন সিকদার। দু'বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে ক্ষতি হল বলে বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

অন্যদিকে পথ দুর্ঘটনায় ৩ জুন মৃত্যু হয় বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ মুন্ডের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

রাষ্ট্রপুঞ্জে অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুন প্রযুক্তিকে বিশ্ব শান্তিরক্ষার কাজে কী করে ব্যবহার করা যায় তাই নিয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জে তৈরি হল একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি। এই কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হলেন একজন বাঙালি, ভারতীয় সেনার অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল অভিজিৎ গুহ।

অনলাইন ভর্তি এখনও স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত শিক্ষাবর্ষে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পথ দেখিয়েছিল। বড় আশা ছিল দাদা-দিদিদের এড়িয়ে বুঝি ভর্তি হওয়া যাবে পছন্দের কলেজে। হতাশ হতে হল এবারের উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা পড়ুয়াদের। বিদায়ী শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আশ্বাস দিয়েছিলেন অনলাইন ভর্তি হওয়া যাবে এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই। নতুন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জল ঢেলে দিলেন পড়ুয়াদের আশায়। বলা হল পরিকাঠামো তৈরি নেই, তাই গিয়েই ভর্তি হতে হবে কলেজে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী প্রযুক্তির ব্যবহারে বিশ্বাসী। তা সত্ত্বেও কার বা কাদের স্বার্থে এই পিছিয়ে যাওয়া সিদ্ধান্ত তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। একটা ফিজ দিয়ে একাধিক কলেজে আবেদন করার সুযোগ পেত পড়ুয়ারা। এই ব্যবস্থা করা কী এতই কঠিন ছিল?

এরপর দু'য়ের পাতায়

আসন্ন বর্ষায় বিপর্যয় সামলাতে প্রস্তুত প্রশাসন

কুনাল মালিক • আলিপুর

দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে নদী বাঁধ পরিবেষ্টিত সুন্দরবন এলাকার ব্লকগুলোর ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানী রুখতে জেলা বিপর্যয় দফতর ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী জেলা প্রশাসনের সব দফতরের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কাজ অনেক আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছিল। গত ২৮ মে আলিপুর জেলাশাসক শান্তনু বসুর উপস্থিতিতে এই বিষয়টি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। সেখানে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, সিভিল ডিফেন্স, সেচ, স্বাস্থ্য ও ত্রাণ দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলার সিভিল ডিফেন্স আধিকারিক (এডিসি) প্রবীর সরকার জানালেন, বাসন্তী, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা ব্লকে লাইফবোর্ড ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জির উদ্বোধন

বিপর্যয় মোকাবিলায় এই গাড়িই ভরসা মানুষের।

এরপর পাঁচের পাতায়

নেতার আসনে বসবে ভারত, সেই লক্ষ্যেই পদক্ষেপ মোদির

নিজস্ব প্রতিনিধি: শান্তি ছাড়া কোনও দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। আভ্যন্তরিন শান্তির পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্কের শান্তি। সেই লক্ষ্যেই পদক্ষেপ ভারতের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। সাম্প্রতিক ঘটনা পরম্পরা সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

শপথের দিন থেকেই বার্তা দিচ্ছেন মোদি। সার্কভুক্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রধানদের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, তাদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ বৈঠক, ভারতের ঘোর বিরোধী বলে প্রচারিত পাকিস্তানের প্রধানের সঙ্গে উপহার বিনিময়, চিন কর্তাদের সাক্ষাৎ, তুলনায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভুটান দিয়ে বিদেশ সফরের সূচনা, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ, সবেতেই উঠে আসছে অন্য ভারত। আভ্যন্তরিন ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলির সঙ্গে বৈরিতা ছেড়ে সুসম্পর্কের বাতাবরণ তৈরি করতে চেষ্টা করছেন মোদি। প্রতিদিনই সাক্ষাৎ করছেন মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে। ফর্মুলা খুবই সরল। শান্তির বাতাবরণ হলেই শিল্প আসবে, শিল্প আসলেই কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, হবে অর্থনৈতিক উন্নতি। মোদি তার রাজ্য চালাবার অভিজ্ঞতা থেকে সম্ভবত এটা বুঝেছেন যে কেন্দ্রের সমস্ত জনকল্যাণমুখী প্রকল্প রূপায়িত হবে রাজ্যের মাধ্যমে।

অন্যদিকে মোদি চাইছেন দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে যাতে আখেরে লাভ হবে ভারতেরই। মোদি এটা জানেন বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ছাড়া এই বিশ্বায়নের যুগে টিঁকে থাকা দুস্কর। ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিও এক‍ই সঙ্গে শক্তিশালী হলে এশিয়া মহাদেশের বাইরেও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। বৃহৎ দেশগুলির অহেতুক দাদাগিরি থেকেও মুক্তি পাবে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো। বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক দুনিয়ায় দারিদ্র হল চরম অভিশাপ। দারিদ্র দুরীকরণ না করতে পারলে, একেবারে দুর্বলতম মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে না পারলে সব চেষ্টাই বৃথা যাবে। স্বামীজী বলেছিলেন, অনেক কষ্ট করে সংস্কার করতে হবে না, মানুষের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করলে সমাজ আপনি আপনি সংস্কার হয়ে যাবে। তিনি বলেছিলেন খালি পেটে ধর্ম হয় না। অভুক্ত মানুষকে দু-মুঠো অন্ন যোগালেই সমাজ এগিয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যেই পা ফেলছেন স্বামীজীর ভক্ত মোদি। কতটা সফল হবেন তা ভবিষ্যতই বলবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় আশায় উত্তরবঙ্গের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভাঙন ও বন্যা উত্তরবঙ্গে একটা বড় সমস্যা। ৩৪ বছরের বাম শাসনে এই সমস্যার কোনও সমাধানই হয়নি। নানা টালবাহানায় বরং সমস্যা বেড়েছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরও ৩ বছর কেটে গিয়েছে। তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। তবে দেরিতে হলেও এবার আশা দেখছে উত্তরবঙ্গ। সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যের একটি প্রতিনিধি দল ভাঙণ প্রতিরোধে মাস্টার প্ল্যানের দাবিতে দিল্লি যাবে। নেতৃত্বে থাকবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেব ও রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিনিধি দলে থাকছেন কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লকের যথাক্রমে দেবপ্রদাস রায় ও উদয়ন গুহ।

একেই হলে উন্নয়নের রাজনীতি। শুধুমাত্র রাজনীতির তরজা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের টানাপোড়েনে মানুষের কোনও লাভ হয় না। দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বাগ-বিতন্ডা নির্বাচনের খোরাক হতে পারে কিন্তু তা উন্নয়নের পথে বাধা বলে সাধারণ মানুষের দুর্দশার সীমা থাকে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের মানুষের স্বার্থে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে স্বাগত জানিয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক মহল।

মনমোহন সরকারের আমলে রাজ্যের পাওনা-গণ্ডা নিয়ে অনেকবার দরবার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের মন্ত্রীরা কিন্তু তেমন কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রেও সরকার বদল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বার্তাও দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে ছাড়পত্রের বাঁধন খোলার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। এইসময় উত্তরবঙ্গকে বাঁচাতে এই উদ্যোগ সঠিক পদক্ষেপ। রাজ্যের উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমন সিদ্ধান্ত ও সর্বদলীয় উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে মানুষ।

চাপের ফলে বাড়ছে পাশের হার, কমছে মেধা, ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ

বরুণ মণ্ডল • কলকাতা

গত চার বছরের মধ্যে এবছরই উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার সর্বোচ্চ। ২০১১'র ৭৬.৫৪ শতাংশ থেকে ১.৮৮ শতাংশ বেড়ে ৭৮.৪২-তে ঠেকলো। যা গত বছরের থেকে ১.০৭ শতাংশ বেশি। এই সুখবরের পাশাপাশি উদ্বেগ বেড়েছে মেধার নিম্ন গামীতা নিয়ে। এবার উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হারের পাশাপাশি বেড়েছে নিম্নমেধার পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাও। ৫০ শতাংশের চেয়ে কম নম্বর পেয়েছে, এমন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের চেয়ে এবার ২৩,৩১৫ জন বেড়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, এবার মোট নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ২৮,০৫৬ জন। সেখনে নিম্নমেধার এই বাড় বাড়ন্ত রীতিমতো উদ্বেগজনক বলেই শিক্ষা জগতের অভিমত ২০১৩-তে মোট নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছিল ২২,৪৭৫ জন। ৫০ শতাংশের চেয়ে কম নম্বর প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছিল ২৯,৩০৯ জন। এবার নিয়মিত পরীক্ষার্থী পাশ করেছে ৫,০৯,১৫৬ জন। এদের মধ্যে ৫০ শতাংশের অধিক নম্বর পেয়েছে ২,১১,২১৬ জন। আর ৫০ শতাংশের কম নম্বর পেয়েছে ২,৯৭,৯৪০ জন। এবার এই ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কোনও মহাবিদ্যালয়ে কোনও বিষয়ে সাম্মানিক স্নাতক পড়ার কোনও সুযোগ নেই। ফলস্বরূপ এদের কারিগরি বিদ্যালয় যাওয়াই উচিত। কিন্তু রাজ্যে বর্তমানেও কারিগরি বিদ্যালয়ের অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। আর এরা যদি সাধারণ মহাবিদ্যালয়ে যায় তাতে কোনও লাভ কিছুই নেই। কারণ উন্নতির আশা কম। উল্লেখ্য ২০১২-তে তৎকালীন সাংসদ সভাপতি চরুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক মুক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় সংসদের শরৎ সভাঘরে সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশকালে বলেছিলেন ৫০ শতাংশের কম নম্বর পাওয়া এই ২,৪৫,৩১৬ ছাত্রছাত্রী যদি উচ্চ শিক্ষার দিকে না গিয়ে কারিগরি শিক্ষার দিকে যায় তাহলে এদের ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল হবে। কিন্তু তিনি রাজ্যে কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ও অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার পরেই তার ওপর ভীষণরকম রাজনৈতিক চাপ আসে। ২০১৩-

তে উচ্চমাধ্যমিকে পাশ করে ৪,৮০,৪৯৬ জন(নিয়মিত পরীক্ষার্থী)। তাতে ৫০ শতাংশের বেশি নম্বর পায় ২,০৫,৮৭১ জন এবং ৫০ শতাংশের কম নম্বর পায় ২,৭৪,৬২৫ জন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অভিজ্ঞ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষকের বক্তব্য, খাতা নেওয়ার সময়কালেই প্রধান পরীক্ষকের একটি জোরালো অলিখিত নির্দেশ দ্বারা তাঁদের বাধ্য করা হয় কোনও বিষয়ে ২৪-২৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ৩০ পাইয়ে পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য। ফলস্বরূপ, নিম্নমেধার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। আগামী দিনে অন্ধকার ভবিষ্যত নিয়ে এই বিপুল সংখ্যক নিম্নমেধার ছেলেমেয়েরা মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

কেরিয়ার গাইড

উচ্চমাধ্যমিকের পর পড়তে পারেন প্রতিবন্ধী চিকিৎসার নতুন কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: আধুনিক চিকিৎসার সাহায্যে প্রতিবন্ধীরা ফিরে পাচ্ছেন নতুন জীবন। এই চিকিৎসাকে বলা হয় প্রস্থেটিক্স ও অর্থোটিক্স। এই কোর্স পড়ে অনেক জায়গায় চাকরি পেতে পারেন। এমনকী প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করে সাফল্য পেতে পারেন এই পেশায়। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী, দুর্ভাগ্যবশত অথবা অপুষ্টিগত কারণে যাদের শরীরের কোনও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক ও সক্ষমভাবে কাজ করে না, তাদের প্রাত্যহিক জীবনকে গতিময় ও ছন্দময় করে তুলতে যাদের অবদান রয়েছে তারা হলেন 'প্রস্থেটিস্ট–অর্থোটিস্ট'।

মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ক পেশা হল প্রস্থেটিক্স ও অর্থোটিক্স। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত পেশাদাররা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের প্রতিস্থাপন করে থাকেন। প্রস্থেসিস শব্দের অর্থ হল কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, যা শরীরের কোনও ক্ষতিগ্রস্ত বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের বিকল্প হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হয়। যে সমস্ত পেশাদাররা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা প্রস্থেটিস্ট হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে অর্থোসিস হল এক ধরনের যন্ত্র যা দুর্বল ও অক্ষম অঙ্গকে সাহায্য করে বিকলাঙ্গতা থেকে স্বাভাবিক হতে। এই ধরনের যন্ত্রকে শারীরিক অঙ্গের স্থানে প্রতিস্থাপনের কাজ করে থাকেন অর্থোটিস্টরা। বর্তমানে এই পেশার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর পড়ুয়ারা প্রস্থেটিক্স ও অর্থোটিক্সকে পেশা হিসেবে নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ফিজিক্স–কেমিস্ট্রি–বায়োলজি–ম্যাথামেটিক্স নিয়ে উত্তীর্ণরা এই কোর্সটি করতে পারেন। স্নাতকোত্তর স্তরেও এই বিষয়ের উপর পড়া যায়। এই বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা কোর্স করারও সুযোগ রয়েছে। ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থী হওয়া আবশ্যক। এছাড়াও যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা যাদের ফিটার, টার্নার, মেশিনিস্ট, টুল বা ডাই মেকার শাখায় আইটিআই সার্টিফিকেট আছে তারাও এই কোর্স করতে পারেন। এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের কারিগরী বোর্ড স্বীকৃত মেকানিকাল, ইলেকট্রিকাল বা ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা উত্তীর্ণরাও এই কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

পাঠ্যক্রম: প্রস্থেটিক্স–অর্থোটিক্স নিয়ে স্নাতক স্তরে সাড়ে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স রয়েছে। এই কোর্সটি মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল বিষয় ভিত্তিক। এই কোর্সের মধ্যে পড়ুয়াদের সাধারণ জীবনবিজ্ঞান, সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রস্থেটিক্স–অর্থোটিক্স ওয়ার্কশপ টেকনোলজি, অর্থোপেডিক্স, ফিজিকাল মেডিসিন, রিহ্যাবিলিটেশন, স্পাইনাল অর্থোটিক্স মবিলিটি এইড ইত্যাদি বিষয় শেখানো হয়। থিওরি ক্লাসের পাশাপাশি প্রার্থীদের ক্লিনিকাল ও ল্যাব প্র্যাকটিস করানো হয়ে থাকে। সফলভাবে এই বিষয়ে স্নাতকস্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ৬ মাসের ইন্টার্নশিপ করানো হয়। যেখানে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস, কেস প্রেজেন্টেশন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ওই বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে পারেন।

প্রার্থীর গুণাবলী: যে সমস্ত প্রার্থীরা এটিকে পেশা হিসেবে নিতে চান তাদের মধ্যে একাগ্রতা, অন্যকে সহায়তা এবং যত্ন করার দক্ষতা, সহনশীলতা, সংবেদনশীলতা, দৃঢ়তা এবং উৎসাহের সঙ্গে কাজ করার গুণ থাকতে হবে। এর সঙ্গেই ধৈর্য সহকারে কাজ করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেকদিন নতুন কিছু করার ইচ্ছে থাকা সবচেয়ে জরুরি।

কাজের সুযোগ: এই কোর্স করে প্রস্থেটিক্স–অর্থোটিক্স প্র্যাকটিশনার, পেড রথিস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিটার ও টেকনিশিয়ান হিসেবে সরকারি–বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ল্যাবরেটরি, ফিটিংরুম, ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, হাসপাতালের রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ, আর্থারাইটিস কেন্দ্র ইত্যাদিতে কাজের বিভিন্ন সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষকতা, রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতেও পড়ুয়ারারা ইন্সট্রাক্টর, লেকচারার, রিসার্চার হিসেবে কাজ করতে পারেন। অন্যদিকে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলিতেও এই পেশায় দক্ষ প্রার্থীদের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। শুধু চাকরিই নয়, দক্ষ প্রশিক্ষিত পেশাদাররা নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং ও মেইন্টেন্যান্স ইউনিট খুলেও নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হল –

১) ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর দ্য অর্থোপেডিক্যালি হ্যান্ডিকেপড (এনআইওএইচ) কলকাতা।

২) ক্রিস্টান মেডিকেল কলেজ, ভেলোর, তামিলনাড়ু।

৩) অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব ফিজিকাল মেডিসেন অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন, মুম্বই, মহারাষ্ট্র।

৪) দ্য ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব অর্থোডনিটক্স, আহমেদাবাদ, গুজরাত।

৫) চক্রধারা ইন্সটিটিউট অব রিহ্যাবিলিটেশন সায়েন্স, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা।

৬) পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ইন্সটিটিউট পর দ্য ফিজিক্যালি হ্যান্ডিকেপড, নয়াদিল্লি।

৭) ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, পাটনা, বিহার।

শিক্ষা

মাধ্যমিকে ইতিহাসে প্রশ্ন কর্তারা পর্ষদের নিয়ম অমান্য করেছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি:২০১২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে। তার আগে পর্ষদ পরীক্ষার্থিদের কাছে প্রশ্ন পত্র কেমন হবে তার ধারণা দেওয়ার জন্য নমুনা প্রশ্নপত্র সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেটি ছিল ২০১১তে দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমের উপর ভিত্তি করে। ইতিহাস বিষয়ে প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন ও নম্বর বিভাজনে ২–এর দাগে বলা হয় উত্তর দুই বা তিনটি ছোট বাক্যে লিখতে হবে। প্রশ্নপত্রগুলির দুটি দাগ ১ও১ থাকতে হবে। ৪–এর দাগে অংশভিত্তিক প্রশ্নের প্রশ্নগুলির একাধিক ভাগ থাকতে পারে। কিন্তু আসল সময় ২০১২–র মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাস পরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় পর্ষদ প্রকাশিত নমুনা প্রশ্নের কোনও প্রতিফলন প্রশ্নপত্রে পড়ল না। ফলে বহু ছাত্রছাত্রী ইতিহাস বিষয়ে 'এ প্লাস গ্রেড' পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। ২০১৩'র মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে ৯০ নম্বরের প্রশ্নে ৪৮ নম্বর কেবল ১ বা ২ মার্কসের প্রশ্ন। সেবার রাজ্যের ৭৬৩২ জন ছাত্রছাত্রী ইতিহাসে এ গ্রেড পান। কিন্তু ২০১৪'র ইতিহাস প্রশ্নে আবার ২০১২'র চিত্র ফুটে উঠল। ২০১২–তে ইতিহাসে যে ঘটনা ঘটেছিল তাই ঘটল। এবার মাত্র ৬১১২ জন এ গ্রেড পেলেন। প্রসঙ্গত, ২০১২–তে মাধ্যমিকে পাশের হার ছিল ৮১.০৬। ২০১৩–তে ৮১.৮১ এবং ২০১৪–তে ৮১.২৪। ইতিহাসের বেশকিছু শিক্ষকের বক্তব্য, প্রশ্নকর্তারা ইতিহাস বিষয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে পর্ষদের নমুনা প্রশ্নকে কোনওরকম গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের খুশিমতো প্রশ্নপত্র সেট করছেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৭ জুন – ১৩ জুন,২০১৪

মেষ: জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রকে গ্রহগণ এগিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। বাধা অনেক আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। সাহসের উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলুন। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে সফলতা আসবে।

বৃষ: শুভ কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে যাবে। শরীর সম্বন্ধে সতর্ক না থাকলে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। অন্যের কথা শুনে কোনও কাজে এগিয়ে না যাওয়াই ভাল। অন্যমনস্কভাব কেটে যাবে। শিক্ষায় সফলতা অর্জন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন।

মিথুন: মনবল অটুট রেখে এগিয়ে গেলে সফলতা আসবেই। জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করবেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

কর্কট: হতাশার অবসান হবে। মনে সাহস নিয়ে এগিয়ে যান। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি ধীরে ধীরে সুসম্পন্ন হবে। জমি–জমা নিয়ে গোলমাল থাকলেও মীমাংসার পথে এগিয়ে যাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে।

সিংহ: দূর ভ্রমণের ক্ষেত্রে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ঠাণ্ডা গরমের জন্য সর্দিকাশি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। জমি–জমা নিয়ে গোলমাল এখনও থাকবে। লেখাপড়ায় আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। সফলতার যোগ রয়েছে। ব্যবসায় শুভ।

কন্যা: মনের মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সকলের সঙ্গে সম্ভাব রক্ষা করে চলা সম্ভব হবে না।

নতুন গৃহ–ভূমি নির্মাণের ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে। অকারণ কিছু অর্থ ব্যয় হয়ে যাবে। ভ্রমণের কথা আপাতত চিন্তা না করাই ভাল। আত্মীয় বিরোধের যোগ।

তুলা: দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্থির চিন্তায় আসতে পারবেন না। নিজেকে গুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে ক্ষতি হবে। দৈহিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হবে। স্বাধীন পেশাজীবীর পক্ষে সময়টি শুভদায়ক হবে। নতুন কাজের যোগ আসবে।

বৃশ্চিক: হতাশার অবসান হবে। একাধিক কাজে মন যেতে চাইবে। সুনাম অর্জন ও বেকারত্বের অবসান হওয়া সম্ভব। বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি মাঝে মাঝে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে। ব্যয় সংকোচের চেষ্টা করুন, ফলভালই হবে। পায়ে আঘাতের যোগ।

ধনু: অশান্ত পরিস্থিতির নিরসন হবে। কর্মের চেয়ে বুদ্ধির জোরে সফলতা অর্জন করতে পারবেন। ব্যবসায় অথাগমের যোগ রয়েছে। নতুন কোনও পরিকল্পনায় এগিয়ে যেতে পারেন। শত্রুরা ক্ষতি করবার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠান।

মকর: কালসর্প যোগের পরিস্থিতি থাকলেও অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি হবে না।

শিক্ষা সম্বন্ধে শুভফল পাবেন। পাকাশয়ে গোলমাল বা হার্টের দুর্বলতার যোগ রয়েছে। সামান্য বিলম্ব হলেও নতুন কাজের যোগাযোগ আসছে।

কুম্ভ: সামান্য ভেবে চিন্তে কাজ করলে সেই শুভ ফল সুদূর প্রসারী হবে।

জ্ঞান–বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট শুভফল পাবেন। জমি–জমা সম্পর্কে শুভফলের কারকতা আছে। রক্তের চাপ বৃদ্ধির যোগ।

মীন: বিবিধ জ্ঞানী–গুণী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটা সম্ভব। ক্রোধের মাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে।

কর্মক্ষেত্রে শুভযোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে শুভ হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি বা পরিবর্তনের যোগ লক্ষিত হয়।

একাদশ শ্রেণির বিষয় নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: একাদশের ১২ মাসের কোর্স ন'মাসে শেষ। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিষয় নির্বাচন করে এখন থেকেই এগোতে পারলে কিছুটা ভাল। আর 'বিষয়' নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আগামী দিনে তোমরা কে কী বিষয় নিয়ে পড়বে তার ওপর নির্ভর করেই বিষয় নির্বাচন করতে হবে। একাদশ শ্রেণিতে বাংলা ও ইংরেজি এই দু'টি বিষয় (ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ) ছাড়আ আরও তিনটি বিষয় 'কম্পালসারি ইলেকটিভ সাবজেক্ট' এবং একটি 'অপশনাল (অ্যাডিশনাল) ইলেকটিভ সাবজেক্ট' অর্থাৎ মোট চারটি বিষয় নিতে হবে। এই চারটি বিষয় নেয়ার ক্ষেত্রে 'উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ' বিষয় ভিত্তিক তিনটি সেট ২০১৩–তে তৈরি করে। যে কোনও নির্দিষ্ট একটি সেট থেকেই এই চারটি বিষয় বেছে নিতে হবে। সেটগুলি হল –

সেট ওয়ান: ১. ফিজিক্স অর নিউট্রিশন, ২. কেমিস্ট্রি অর ইকনমিক্স, ৩. ম্যাথেমেটিক্স অর সাইকোলজি অর অ্যানথ্রোপোলজি অর অ্যাগ্রোনমি, ৪. বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, ৫. স্ট্যাটিসটিকস অর জিওগ্রাফি,৬. কম্পিউটার সায়েন্স অর মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন অর এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ,

সেট টু: ১. অ্যাকাউনটেন্সি, ২. বিজনেস স্টাডিজ, ৩. কমর্সিয়ান ল'অ্যান্ড প্রিলিমিনারাইজ অফ অডিটিং, ৪. কসটিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন, ৫. ইকনমিক্স, ৬. মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপলিকেশন অর এনভাওরণমেন্ট স্টাডিজ অর হেলথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, ৭. ম্যাথেমেটিক্স

সেট থ্রি: ১. পলিটিক্যাল সায়েন্স, ২. এডুকেশন অর নিউট্রিশন, ৩. জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন অর ইকনমিক্স অর সংস্কৃত অর পার্সিয়ান র অ্যারারিক, ৪. ফিলজফি র সোসিওলজি, ৫. হিস্ট্রি অর অ্যানথ্রোপলজি অর সাইকোলজি অর ম্যাথেমেটিক্স অর অ্যাগ্রোনোমি, ৬. জিওগ্রাফি র হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ৭. মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপলিকেশন র এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ র হেলথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন অর মিউজিক অর ভিজুয়াল আর্টস অর পারফরমিং আর্টস

এদিকে স্কুলশিক্ষা দফতরের কর্তাদের একাংশ স্বীকার করে নিয়েছে যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিভাজিত পাঠক্রম চালু করেও ছাত্রছাত্রীদের কোনও লাভ হচ্ছে না। কারণ, ২৪ মাসের পরিবর্তে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি কার্যক্ষেত্রে ১৮ মাসেরও কম সময়ের পাঠক্রমে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণিতে সব মিলিয়ে সাত মাস ক্লাস হওয়ার কথা থাকলেও, গ্রীষ্মের ও পুজোর ছুটির কারণে কমে বড়োজোর ছ'মাস স্কুলে পঠনপাঠন হতে পারে।

প্রসঙ্গত ২০১৪'র একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ৭,৯৩,৩৬৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসে।

ইব্রাহিমের মূল এজেন্ট

একের পাতার পর

কলকাঠি নেড়েছেন জাভেদ চুতানি। ক্রিকেট খেলার ম্যাচ ফিক্সিং করা ছাড়াও 'ডাক্তার', দাইদ ইব্রাহিমের দুবাই ও প্রতিবেশী দেশগুলির রিয়েল এস্টেট ব্যবসারও দেখাশোনা করেন।

পাকিস্তানের অধিবাসীরা যেহেতু ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সেভাবে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তাই তাদের সার্বিকভাবে নির্ভর করতে হয় এদেশের নিযুক্ত এজেন্টদের ওপর। এরকমই একজন ভারতীয় বুকি, নাম হল 'মান্ডি'। বয়স ৩৩–এর আশেপাশে। এর ওপরেই মূলত নির্ভর করেন জাভেদ চুতানি। গতবছর দিল্লি পুলিশ মাণ্ডির আদর্শ নগরের ভাড়াবাড়ি এবং দফতরে হানা দেয়। সেখানে উদ্ধার হয় অবৈধভাবে রাখা ৩২টি মোবাইল ফোন, একটি ডেটাকার্ড, ওয়াইফাই রুটার, ডিস টিভি, অনেকগুলি সিডি, হাতে লেখা কিছু নোট এবং ক্যালকুলেটর মেশিন। মান্ডি এবং মুম্বই থেকে রমেশ ব্যাসকে একই দিনে গ্রেফতার করা হয়। এই দু'জনের গ্রেফতারের পর পাকিস্তানের জাভেদ চুতানির সঙ্গে এ দেশের ক্রিকেটের বুকিদের অবৈধ লেনদেনের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। পুলিশের ধারণা, ভারতের মান্ডি'ই হল অন্যতম প্রধান ক্রিকেট ম্যাচ ফিক্সিং'য়ের হোতা। তাই তার সঙ্গে ম্যাচ ফিক্সিং'য়ের ব্যাপারে যোগাযোগ রাখেন জাভেদ চুতানি ওরফে 'ডাক্তার'।

এখনও স্বপ্ন

প্রথম পাতার পর

যেখানে অন্যান্য দফতর অনলাইন পরিষেবা দিতে পারছে, সেখানে কার চাপে নত হল সরকার, নতুন প্রজন্মের এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? ইতিমধ্যে অনলাইন ভর্তির দাবি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যাচ্ছে ৪টি বাম ছাত্র সংগঠন। তাদের দাবি অন্তত যাদের পরিকাঠামো আছে সেখানে যেন সুযোগ থাকে অনলাইনে ভর্তির।

রাজনৈতিক চাপে যেন নত না হতে হয় পড়ুয়াদের। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কলেজে তৈরি হয়েছে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি। অন্যান্য ক্ষেত্রে জলদি গড়া হোক পরিকাঠামো। তাই এখন পড়ুয়াদের সামনে শুধুই অপেক্ষা।

আসন সংখ্যা নিয়ে জটিলতা, জয়েন্টের ফল প্রকাশিত

রুমিয়া রায়চৌধুরী: জয়েন্টের মেধাতালিকা প্রকাশ হল ৫ জুন, বৃহস্পতিবার। মেডিকেলে এবার ৪৪৩৩ জনের তালিকা প্রকাশিত কিন্তু আসন সংখ্যা ১৩৫০। এ রাজ্যে ৮৫০টি আসন পরিকাঠামো এবং চিকিৎসকের অভাবে বাতিল। মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'র কাছে আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু আবেদন না মঞ্জুর হলে কী হবে জানা নেই রাজ্য সরকারের।

ইঞ্জিনিয়ারিং–এর ৭৮,০০০ পরীক্ষার্থীরা মেধা তালিকা ঘোষণা হয়েছে। তবে কাউন্সেলিংয়ের তারিখ জানানো যায়নি এখনও। অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (এআইসিটিই) বর্ধিত আসনের সংখ্যা জানালে তবেই কাউন্সেলিংয়ের সম্বন্ধিত তথ্য ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। অতএব মেধা তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও দুঃশ্চিন্তায় রইল ছাত্র–ছাত্রীরা।

Government of West Bengal
Office of District Controller, Food & Supplies (South 24 Pgs)
New Administrative Building,
7th Floor Alipore,

TENDER NOTICE

A tender notice is floated for appointment to Handling Contractor of godowns under F&S, Deptt. in South 24 Pgs. Information is available at the Office of the D.C.F&S, South 24 Pgs. during office hour from 06.06.2014 and web site of http://s24pgs.gov.in.

Last date for submission of the Tender in prescribed form on 20.06.2014 upto 3:00 PM.

District Controller (F&S), S 24 Pgs.
Alipore, South 24 Pgs.

৭১১/জে.ত.স.দ/২৪ পরঃ(দঃ)/৫.৬.১৪

শেয়ার বাজারের ভাল দিন আর কতদিন বজায় থাকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি এক সংস্থার শেয়ার বাজার সংক্রান্ত গবেষণামূলক আলোচনা চক্রে যোগ দিয়েছিলাম। আলোচনা শুরু হওয়ার আগে লক্ষ্য করলাম শ্রোতাদের মধ্যে একদল খুব উৎসাহী। আগামী দিনের সম্পর্কে তারা মনে করছেন আরও নতুন উচ্চতা বাজার ছুঁয়ে ফেলবে। আরেক দল মনে করছে যথেষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ পুনঃ মুষিক ভব। তবে আলোচনা শুরু হতেই বুঝতে পারলাম অনেকেই এই 'ভাল দিন আসছে' এই মন্তব্যের ওপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। অবশ্য এর কারণ আছে। বাজারে তিন ধরণের লোক থাকে। একদল শেয়ারের ওঠা–পড়াকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। তারা যথার্থ বিনিয়োগকারী। ১০০ টাকায় শেয়ার কিনে ৩০ টাকা দেখার পর আবার ৪০০০ টাকাও দেখে থাকে। দ্বিতীয় দল যারা তারা পুরনো ব্যবসায়ী। যারা আগে বহুবার ঘা খেয়েছে। প্রতিদিন কেনাবেচা করার তাগিদে বহু ক্ষয়ক্ষতির ফলে বাজারের এই উত্থানকে সঙ্গী করে চলতে ভয় পান। আর একদল আছে যারা নতুন ব্যবসায়ী। তারা প্রতিদিন উদ্যমের সঙ্গে কেনাবেচা করে। ফলস্বরূপ প্রথমে লাভ তারপর ক্ষতি। শেষে তাদের ক্ষতির পরিমাণই বাড়তে থাকে। তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই যে ভাল দিন আসতে চলেছে তাতে উপভোগ করার আদৌ কি কোনও জায়গা নেই। এই প্রশ্ন কিন্তু ঘুরে ফিরে আসবে। বিগত দিনে দেখা গিয়েছে, এই ভাল বাজার অর্থাৎ উঁচু বাজারে কিন্তু বেশি মানুষ তাদের টাকা খুইয়েছে। কারণ, একতরফা বেড়ে যাওয়া বাজারে দামের সংশোধন খুব বড় ধরনের হয়। যাতে বিনিয়োগকারীরা তাদের টাকা হারিয়ে ফেলে। বর্তমান বাজারে বহু শিক্ষিত মানুষজন আসছেন। যার ফলে বাজারে বিনিয়োগের ভাষাও কিছুটা বদলেছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ২০১৪ সালের যে পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের উঁচু দামকে সমর্থন করছে তার প্রধান কারণ হল 'নরেন্দ্র মোদি' ফ্যাক্টর। আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ভোট পরবর্তীকালে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ১৯৮৪ সালের পর এতবড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও তাদের আস্থা দেখাতে শুরু করেছে। যেহেতু শেয়ার বাজার অর্থনীতি ও রাজনীতির নিরিখে বিচার্য, তাই আগামী দিনে এই বাজারের আরও বেড়ে যাওয়া ও পড়ে যাওয়াটা নির্ভর করবে বর্তমান সরকারের নীতি নির্ধারণের ওপর। আপাতত যে সমস্যাগুলো বাজারকে নামিয়ে আনতে পারে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল মূল্যবৃদ্ধি। অর্থাৎ মানুষের হাতে টাকার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। কোনও জিনিস কিনতে গেলে বেশি পরিমাণ অর্থ খরচ হয়ে যাওয়া। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন দেশের জনগণের একদম প্রাথমিক স্তরে দরিদ্র্য মানুষের কাছে টাকার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু সেভাবে জোগান বাড়েনি। আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, আগামী দিনে ব্যবসার অবস্থা নিয়ে সে যা বলল তা হল কারখানা চালাতে যথেষ্ট শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। ১০০ দিনের কাজের জন্য শ্রমিকের দর বেড়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সাধারণ প্রান্তীয় শ্রেণীর মানুষের কাছে অর্থের পরিমাণ বাড়ছে। কিন্তু সেই অর্থ যখন খরচ হচ্ছে মোবাইল কিনতে তখন বোঝা যাচ্ছে মূল্যের মান কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। যা বাজারের পক্ষে খারাপ। সম্প্রতি যে তথ্য হাতে এসেছে তাতে রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ ৫.০৮ লক্ষ কোটি টাকা। এই রাজকোষ ঘাটতি এতদিন চেষ্টা করেও খুব বেশি হেরফের করতে পারেনি ইউপিএ সরকার। নিট কর বাবদ যেখানে সরকারের আয় ৮.১৬ লক্ষ কোটি টাকা। সেখানে সরকারের মোট ব্যয় ১৫.৬০ লক্ষ কোটি টাকা। এই তথ্যগুলো প্রমাণ করছে শুধু ভরতুকি আর দান করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিছুটা সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু আখেরে দেশের ক্ষতি হয়। তাই শেয়ার বাজারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া–ইউক্রেন সমস্যা বা চিনের উন্নয়নের হার শ্লথ হয়ে আসা এসবই বাজারের ক্ষেত্রে খারাপ সম্পর্ক। যা বাজারকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারে।

অর্থনীতি

তাছাড়া গতবছর জুন মাসে আমরা দেখেছিলাম আমেরিকায় বন্ড কেনার সমস্যা নিয়ে ভারতে ডলারের দামে চাপ আসে। প্রায় ৭০ টাকার কাছাকাছি ডলারের দাম চলে যায়। যা ভারতীয় বাজারকে প্রভাবিত করেছিল। তবে ভাল দিন যদি আসে তবে মোদি সরকারের শিল্পক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করার মধ্যে দিয়ে আসবে। দেখা যাচ্ছে, এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় বিনিয়োগকারীরা ভারতকেই বিনিয়োগের শ্রেষ্ঠস্থান বলে মনে করছেন। তার কারণ স্থায়ী সরকার এবং শিল্পবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সংকেত। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করছেন ভারতের বাজার এখনও খুব একটা দামি নয়। ২০০৮ সালে যে সমস্ত শেয়ারের দাম অনেক উচ্চতায় ছিল তার কাছেও তারা এখন পৌঁছাতে পারেনি। সরকারের নতুন নীতি এই দামে পরিবর্তন নিয়ে আসবে। পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উন্নয়ন তার সঙ্গে সরকারি ক্ষেত্রের বিলগ্নিকরণ, সারা বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের ভারতীয় বাজার সম্পর্কে উৎসাহিত করতে পারে। অর্থাৎ হয়ত ভারতীয় বাজার আবার কোনও নতুন উচ্চতার দিকে এগিয়ে যাবে।

দুই দিনাজপুর–মালদা জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে গো–পাচার, অনুপ্রবেশ এবং জঙ্গিদের আনাগোনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় মানুষ উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এবছর অর্থাৎ ২০১৩ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত শুধু দক্ষিণ দিনাজপুরেই ১৮০ জনেরও বেশি বাংলাদেশী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, গত আট মাসে যত জন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে তার থেকে অনেকগুণ বেশি অনুপ্রবেশকারী এদেশে ঢুকেছে। উত্তরবঙ্গের সীমান্তে দক্ষিণ দিনাজপুর দিয়েই সম্প্রতি তুণ্ডার মতো জঙ্গির সহযোগী ধরা পড়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, বুদ্ধগয়াতে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল তাতে যে বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয় তা মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর সীমান্ত দিয়ে এদেশে আনা হয়েছিল। তাছাড়া এই বিস্ফোরণের দিন ১৫ আগে বালুরঘাট–মালদাগামী বাস থেকে ধরা পড়েছিল মায়ানমার থেকে আসা ৫ জন রোহিঙ্গা মুসলিম অনুপ্রবেশকারী। এর পাশাপাশি এনআইএ আরও জানতে পেরেছে, কলকাতার নিকটবর্তী সীমান্তগুলিতে কড়া নজরদারী থাকায় উত্তরবঙ্গের শিথিল সীমান্ত জেলাগুলিকেই করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে লস্কর–ই তৈবা, মুজাহিদিন এবং আইএসআই–এর জঙ্গিরা। মোটা টাকার বিনিময়ে এদেশে (সীমান্তে বসবাসকারী মানুষ) আত্মীয় সেজে মুসলিম জঙ্গিদের (এক শ্রেণির দালাল) আশ্রয় এবং তাদের বাস–ট্রেনের টিকিট কেটে নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিচ্ছে। দেশজুড়ে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও গোয়েন্দারা প্রশাসনকে সতর্ক করলেও বিএসএফ ও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর এলাকাতেই প্রচুর সংখ্যায় মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। কাঁটাতারের বেড়া থাকা সত্ত্বেও যেখানে

অনুপ্রবেশ ও গো–পাচার কমছে না সেখানে মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের দীর্ঘ ১৩ কিলোমিটার এলাকা যে চোরাকারবারীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই খবর দিয়ে স্বস্তিকা পত্রিকা আরও জানিয়েছে, গত ৩১ আগস্ট হবিপুর থানার ধূমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলাসনের লাঙ্গলভাঙ্গা গ্রামে দুই বাংলাদেশী গো–পাচারকারীকে গ্রামবাসীরা হাতেনাতে ধরে গণপ্রহারের ঘটনার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশীর নাম রাসেল শেখ (২৫), বাড়ি বাংলাদেশের গোমস্তাপুরের মেহেরপুর গ্রামে। অন্যজন হায়াত সেখ (২৭), বাংলাদেশের শিবগঞ্জের ঘুঘুডাঙ্গার বাসিন্দা। লাঙ্গলভাঙ্গা গ্রামের কৃষক বদন বেসরা, পুষ্পা হেমরমদের অভিযোগ, এই এলাকার দীর্ঘ সীমান্ত ৩১ নং বিএসএফ ব্যাটোলিয়ানের অধীন। কিন্তু ১৩ কিলোমিটারের বেশি এলাকাতে কোনও কাঁটাতারের বেড়া না থাকার জন্য প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে পুলিশ এবং বিএসএফের সহযোগিতায় শয়ে শয়ে গোরু বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ধান ও অন্যান্য ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গোরুগুলি পাচারকারীরা নিয়ে যাওয়াতে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শত শত বিঘা জমির ফসল এভাবে গো–পাচারকারীদের অত্যাচার নষ্ট হওয়াতে তারা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে কোনও ফল পায়নি। তাই তারা পরামর্শ করে চুপচাপ ভোরে লুকিয়ে থেকে হাতেনাতে দুই বাংলাদেশী পাচারকারীকে ধরেছে। পুলিশ তাদের উদ্ধার করতে এলে গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

কিন্তু প্রশ্ন হল – এত দিনেও কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হল না কেন? প্রশাসন কৃষকদের দুর্দশা দেখেও এতদিন নিশ্চুপ ছিল কেন? আসলে এক শ্রেণির পুলিশ, দালালচক্র ও রাজনৈতিক আশ্রয়ে দুষ্কৃতীরা দীর্ঘদিন ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ফলে সাধারণ মানুষ দলবদ্ধভাবে কিছু করে উঠতে পারছে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালদা জেলার কালিয়াচক সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে আসা কোটি কোটি টাকার জাল নোট আসা বন্ধ করতে না পারলে এদেশের বিশেষ করে মালদা জেলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে ক্রমশ ভেঙে পড়ছে তা অনেকেই স্বীকার করছেন। অথচ জাল নোট চক্র প্রায় প্রতিদিন সীমান্ত এলাকায় (বিশেষ করে গোলাপগঞ্জ, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক) ধরা পড়ছে। লক্ষ লক্ষ জাল টাকা নিয়ে ব্যবসায়ীরা মুস্কিলে পড়েছেন। ব্যাঙ্কগুলি সর্তক করছে কিন্তু কড়া হাতে প্রশাসন এর মোকাবিলা করছে না। তবে কি মালদাবাসী জাল টাকার মধ্যে ডুবে এবার নাস্তানাবুদ হবে?

পুণম স্বপ্ন দেখাচ্ছে পরিশ্রমী মাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্জয়পল্লী গ্রামের বাসিন্দা শ্যামা রায় তার একমাত্র মেয়ে পুনম রায়কে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। কবে তার মেয়ে মানুষের মতন মানুষ হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আর তার জন্য লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঝিয়ের কাজ করে মেয়ে পুনমকে পড়াশোনা করাচ্ছেন। পুনমের ছয় মাস বয়সে তার বাবা পঙ্কজ রায় তাকে ফেলে চলে যান। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে একটু একটু করে ছোট্ট পুনম এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। সে একজন আইপিএস অফিসার হতে চায়। আর তার স্বপ্নকে রূপ দিতে তার মা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছুটে চলেছেন।

ক্যানিং ডেভিডসেশুন হাইস্কুলের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী পুনম রায় মোট নম্বর পায় ৪০১। প্রতিদিন সে ছয় থেকে সাত ঘণ্টা পড়াশোনা করত। তবে তার টিউশন শিক্ষক ছিল না। এই স্কুলের বেশকিছু শিক্ষক–শিক্ষিকা তাকে খুব সাহায্য করতেন। বিশেষ করে গোপাল সা।

সঞ্জয়পল্লী গ্রামের বাড়িতে শুধুমাত্র মা ও মেয়ে থাকেন। উচ্চ মাধ্যমিকে পুনম ভাল ফল করায় খুশি গ্রামবাসীরাও। তারা বলেন, পুনম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে উচ্চ মাধ্যমিকে এই ফল করেছে। তা পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের মানুষের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পুনমের মনে আনন্দের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে দুশ্চিন্তা, কীভাবে ভর্তি হবে কলেজে। ভর্তি হওয়ার মতন টাকা নেই। সে সকলকে আহ্বান জানিয়েছে সাহায্যের জন্য। এদিন নিজের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে পুনম, 'আমার মা কখনও বাবার স্নেহ–ভালবাসার অভাব আমায় বুঝতে দেয়নি। আমাকে পড়াশোনা শেখানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। আমি একজন আইপিএস অফিসার হতে চাই। ইচ্ছা আছে কলকাতায় একটি ভাল কলেজে ভর্তি হব। তবে কলেজে ভর্তি হওয়ার টাকা এখনও যোগাড় হয়নি। জানি না কি হবে।' মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা বলেন, 'ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাইস্কুলের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী পুনম রায় স্টার মার্কস নিয়ে পাশ করেছে। সে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রী তার পরিবারের পাশে আমরা আছি। খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গিয়েছে সে অর্থের জন্য কলেজে ভর্তি হওয়ার বিষয়ে সমস্যা হচ্ছে। মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েত তার কলেজের ভর্তি বিষয়ে অবশ্যই দেখবে।' তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষা সেলের নেতা শিক্ষক যাদব চন্দ্র বৈদ্য বলেন, ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাইস্কুলে এবারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২১৯ জন পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে ২০২ জন ছাত্রছাত্রী পাশ করে। ৮ জন স্টার, প্রথম ডিভিশনে ৬৬, দ্বিতীয় ডিভিশনে ৮০, ৫৬ জন ছাত্রছাত্রী তৃতীয় ডিভিশনে পাশ করে। দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রী পুনম রায় এবারে ভাল ফল কেরেছ। এই ছাত্রী যাতে কলেজ ভর্তি হতে পারে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সেই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

উচ্চমাধ্যমিকে মুর্শিদাবাদ

মায়ের স্বপ্ন ভবিষ্যতে চিকিৎসক হোক নওয়াজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ: নজরকাড়া সাফল্য পেল মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাইমাদ্রাসার ছাত্র নাওয়াজ শরিফ। নাওয়াজের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার পিতা–মাতা। পিতা আজিজুর রহমান মুনিরিয়া মাদ্রাসার সহশিক্ষক। নিজের প্রতি আস্থা থাকায় ইতিমধ্যেই আল আমিন মিশনের খলতপুর শাখায় বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছে সে। ছেলের সাফল্যে গর্বিত মা নিলুফার স্বপ্ন ভবিষ্যতে চিকিৎসক হোক নাওয়াজ। এবার হাইমাদ্রাসা পরীক্ষায় ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৭০০ নম্বর পেয়ে জেলা জুড়ে রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছে নাওয়াজ। জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাইমাদ্রাসা থেকে এবার ৫৭৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিল।

মেধা তালিকায় ঠাঁই না হওয়ায় জেলা জুড়ে হতাশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ: মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও রাজ্যে গড় পাশের হারের তুলনায় মুর্শিদাবাদ জেলায় পাশের হার অনেকটাই কম। সেইসঙ্গে মাধ্যমিকের মতো উচ্চ মাধ্যমিকেও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে এবারও কোনও ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পেল না। উচ্চ মাধ্যমিকে গোটা রাজ্যে গড় পাশের হার ৭৮.৪২ শতাংশ। অথচ মুর্শিদাবাদ জেলায় গড় পাশের হার মাত্র ৭৪.৮১ শতাংশ। মুর্শিদাবাদ জেলায় এবার মোট ৬৪ হাজার ৯৬৩ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। তাদের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৩৩ হাজার ২৫৮ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৩১ হাজার ৬৮৫ জন। এর মধ্যে রেগুলার কোর্সে ২৩ হাজার ২৬৬ জন ছাত্র এবং ২ হাজার ২৩৭ জন ছাত্রী পরীক্ষায় পাশ করেছে। এই পরিসংখ্যান মোটেও ভাল নয় বলে জেলার শিক্ষামহল মনে করছে।

উচ্চমাধ্যমিকে অনুত্তীর্ণ, আত্মঘাতী স্কুল ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ: শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার নন্দিবানেশ্বর গ্রামের সাটিতারা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী সুজাতা দাস (১৮)–এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করে ছিল সে। এবারও ভাল পরীক্ষা দিয়ে ছিল, কিন্তু ফল ভাল না হওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। বাড়ি থেকে তিনশো মিটার দূরে একটি গাছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ মেলে। রবিবার কান্দী মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর দেহটি বাড়ির লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জেলায় দ্বিতীয় সুলতানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদ জেলায় ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে কান্দীর সুলতানা বেগম। প্রাক্তন সেনাকর্মীর মেয়ে সুলতানা ৬৫৮ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। কান্দী রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের এই ছাত্রী ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে বাবা মুহাম্মদ জাহিরুদ্দিনের মতো সমাজসেবা করতে চায়।

ম্যালেরিয়া–ডায়রিয়া ঠেকাতে প্রধানের সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সদস্য তপন সাহা রাস্তায় নেমে উন্নয়নমূলক কাজে তদারিক করতে শুরু করলেন। বর্ষার সময় এইসব অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ও ডাইরিয়ার প্রকোপ বাড়ে, মৃত্যুও ঘটে। তাই মানুষকে সচেতন করতে এবং রাস্তাঘাটের আবর্জনা পরিষ্কার করতে পঞ্চায়েত কার্যালয় ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন প্রধান।

এই পঞ্চায়েতের অধীনে আছে বেশ কয়েকটি খালও। জল নিকাশী ব্যবস্থার যোগাযোগ ক্যানিং মাতলা নদীর সঙ্গে স্লুইজ গেটের মাধ্যমে। নিকাশী ব্যবস্থায় যাতে ময়লা আবর্জনা ভর্তি না হয়ে জল জমে পরিবেশ ভারসাম্য নষ্ট না হয়

সেদিকে নজর দিয়েছে মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েত। এমনকী এলাকার বাসিন্দারা যাতে প্লাসটিকের ব্যাগ, গ্লাস এবং ময়লা আবর্জনা ড্রেনের মধ্যে না ফেলে সেই বিষয়ে প্রধান নিজেই হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে প্রচার করে এলাকার মানুষকে সচেতন করে তুলছেন। সঙ্গে কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়েছেন কর্মী সদস্যরাও, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁরাও বোঝাচ্ছেন মানুষকে। সচেতনতার অভাবেই ড্রেন ও খালগুলিতে প্লাসটিকের ব্যাগ–গ্লাস, ময়লা আবর্জনা ফেলায় জলনিকাশী ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। ২টি গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে পঞ্চায়েত থেকে। এই গাড়ি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ময়লা আবর্জনা নিয়ে আসবে। তাই এই সচেতনতা অভিযান।

নিরাপত্তা নেই শিশু উদ্যানে

বৈশালী সাহা • হাওড়া

প্রযুক্তির উন্নতিতে গ্রাম–শহরের সীমানা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন কিন্তু সেই রূপকে আজও তুলে ধরতে অক্ষম। হাওড়া জেলার শহুরে বাতাসে তাই উন্নয়নের ছোয়া লাগলেও একটু ভিতরের পুরসভা অঞ্চলগুলিই তীব্র বঞ্চনার শিকার। তাই ১৯৮৩ থেকে ২০১৪ দীর্ঘ একত্রিশ বছরের প্রশাসনিক গাফিলতির বোঝা নিয়ে নাস্তানাবুদ হাওড়া পৌরসভার ২২ নং ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল।

উন্মুক্ত চওড়া পিচের রাস্তার পাশে জলকাদায় প্যাচপ্যাচে আবর্জনাময় এলাকা, পিছনে তার থেকেও বেশি নোংরা বস্তি। এরই মাঝে শ্যাওলা ধরা দুমুখো স্লিপ ও জং ধরে একেবারে ভেঙে পড়া বসার সিটহীন দোলনার কাঠামো। একদিকে স্লিপে বাধা ছাগলও তার বর্জ্য অন্যদিকে দোলনার কাঠামোর ভিতরে ও বাইরে পার্ক করা বাইক ও সাইকেলের সারি।

বসার স্থান হিসেবে কখনও নির্মিত গাছের বেড় দেওয়া বৃত্তাকার বেদিও ভেঙে পড়েছে কালের ক্ষয়ে। ২২ নং ওয়ার্ডের টিকিয়াপাড়া স্টেশন সংলগ্ন 'শিশু উদ্যানে'র বর্তমান চিত্র এমনটাই। ১৯৮৩ সালে এলাকার অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর তৈরি উত্তর ব্যাঁটরা প্রতিরোধ বাহিনী নিজেদের উদ্যোগে শিশুদের উন্নয়নের কথা ভেবে তৈরি করে এই উদ্যানটি।

দীর্ঘদিন তারা দেখাশোনা করলেও তৎকালীন লাল কাস্তে–হাতুড়ি–তারাদের দল উদাসীনই ছিল উদ্যানের দায়ভার নিতে। ফলত বর্তমান চিত্রটি অবধারিত। তবুও শিশুদের উদ্যানের শৈশব ছেঁড়া কাঁথার মতোই আজও এলাকার বস্তিবাসীর একমাত্র সহায় খেলার জন্য। তারাই নিজেদের মতো কাদা মেখেই নিরুপায় হয়ে ফুটবল–ক্রিকেটে ক্ষুদ্র স্থান যোগাড় করে নিয়েছে। তবে একেবারে ছোট শিশুরা যায় না। আর বিপরীতে বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দারা পাঠায় না তাদের শিশুদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা জানান, 'বস্তির ছেলেরা খেলে কিন্তু শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়? চারপাশে কোনও দেওয়াল নেই, এমনিতেই খেলার সবকিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ওটাকে আর পার্ক বলে মনেই হয় না।'

২২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিব্যেন্দু অধিকারী জানান, 'বিষয়টি সম্পর্কে সেভাবে আমার কিছু জানা ছিল না। তবে এবার অবশ্যই পদক্ষেপ নেব।'

হাওড়া পুরসভার পার্কিং সংক্রান্ত মেয়র পারিষদ শ্যামল মিত্র জানান, 'ওই সব পার্কিং অবৈধ, তার উপর আবার এলাকার লোকজন টাকা তুলছে, এটা একেবারে বেআইনি। আমি দু'দিনের মধ্যেই ব্যবস্থা নেব উচ্ছেদ করার, সাথে পার্কের সংস্কারও হবে।'

শৈশব থাকুক প্রকৃতি অঙ্গনে, তার হাসি খেলায়। রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে হাওড়া পুরসভায়। এই পরিবর্তন যেন ওই এলাকার ছেলেবেলাকেও বদলে নিয়ে আসে সুন্দর পরিবেশ।

লোকালয়ে বাঘের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এক ব্যক্তির গোয়াল ঘর থেকে বাঘ হানা দিয়ে গরুর বাচ্চা নিয়ে গেলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত জেমসপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের বাসিন্দা গোবিন্দ বিশ্বাসের গোয়ালঘর থেকে গরুর বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির সদস্যরা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে, পটকা ফাটায়, মশাল জ্বালায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বন দফতরে খবর দেওয়া হয়। এদিন সুন্দরবনের পীরখালি জঙ্গল থেকে বের হয়ে পিচখালি নদী সাঁতরে বাঘটি গ্রামে ঢোকে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর কিশোর মানকার বলেন, বন দফতেরর কর্মীরা জাল দিয়ে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেছে। ভয়ের কিছু নেই।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার সাদপুরে রবিবার রাতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে রাজেশ মণ্ডল (৩৭) নামক এক যুবকের। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, রাতে বাড়িতে বিদ্যুৎ চালিত টেবিল ফ্যান থেকে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ওই যুবক জখম হন। পরে তাকে উদ্ধার করে পড়ঞা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য দেহ কান্দী মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু এক গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ: রবিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর থানার মালীপাড়ার গ্রামের পূর্বপাড়ায় ছাদ থেকে পড়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম শিখা বিবি (২৬)। এদিন বিকেলে বাড়ির ছাদের পাইপ পরিষ্কার করার সময় দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওই অবস্থায় তাঁকে গোধনপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ায হলে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

উচ্চমাধ্যমিকে ছাত্রী সংখ্যা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে ছাত্রীরা ভাল রকম এগিয়ে আসছে। গত তিন বছর যাবৎ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির অনুপাতের মধ্যে ভালরকম সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত ১৫ বছর পূর্বে অর্থাৎ ২০০০–এ ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ছিল ৬১:৩৯। এরপর প্রায় প্রতিবছরই ছাত্রী উপস্থিতির হার লক্ষ্যণীয়ভাবে বাড়তে থাকে। এই অনুপাত রাজ্যের কাছে শ্লঘার বিষয়। ২০১৩ ও ২০১৪–তে সে অনুপাত এসে দাঁড়িয়েছে ৫২:৪৮। ২০০০–২০১৪ সালের তুলনামূলক আলোচনার জন্য নিম্নের অনুপাতটি লক্ষ্যণীয়:

সাল	ছাত্রছাত্রীর অনুপাত
২০০০	৬১:৩৯
২০০১	৬০:৪০
২০০২	৬০:৪০
২০০৩	৫৯:৪১
২০০৪	৫৯:৪১
২০০৫	৫৮:৪২
২০০৬	৫৯:৪১
২০০৭	৫৮:৪২
২০০৮	৫৭:৪৩
২০০৯	৫৭:৪৩
২০১০	৫৫:৪৫
২০১১	৫৫:৪৫
২০১২	৫৩:৪৭
২০১৩	৫২:৪৮
২০১৪	৫২:৪৮

রবীন্দ্র ও নজরুল সন্ধ্যা মহেশতলায়

সুমন্ত ভৌমিক

সংস্কৃতি

শেষ দফার ভোট শেষ হয় ১২ মে আর তার আগে ৯ মে দিনটি ছিল রবীন্দ্র জয়ন্তী। ভোট ছিল বলে সে দিনটি পালল করতে পারেননি অনেকেই। তাই এখন একসঙ্গে রবীন্দ্র ও নজরুল সন্ধ্যা পালিত হচ্ছে। ভোটের পরেই হরিসভা ব্যায়াম সমিতি আয়োজন করেছিল একটি অনুষ্ঠানের। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহেশতলার বিধায়ক শ্রীমতি কস্তুরি দাস। এলাকার বাচ্চাদের আবৃত্তি, গান ও নাচ ছাড়াও শিল্পী মানিকলাল কর্মকার সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তবলায় সঙ্গত দিলেন মানস চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সঞ্জীব দাস।

এই অনুষ্ঠানের কিছুদিন পর নবশক্তি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের। সেই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শ্রীমতি কস্তুরি দাস। তাঁর বক্তব্য দিয়ে এইদিন অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল নাচ, গান ও আবৃত্তি। সঙ্গীতে তরুণ সরকার, রিয়া বণিক প্রমুখ, আর নৃত্যে সুস্মিতা পরিচালিত প্রতিভা সঙ্গম–এর নৃত্য শিল্পীরা দর্শকদের মুগ্ধ করেন। এছাড়া নৃত্য, গান ও আবৃত্তিতে এলাকার শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন।

দুষ্কৃতীদের হামলায় খুন তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দির বাজার: মঙ্গলবার রাতে ৭ জনের একটি দুষ্কৃতী দল এক তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মীকে গুলি করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে চম্পট দেয়। মৃত কর্মীর নাম আব্দুল হাকিম গায়েন (৪২)। এই ঘটনায় পুলিশ মোক্তার সাঁ, হাফিস উদ্দিন দফতারিকে আটক করে। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার থানার গড় জেলা গ্রামে। স্থানীয় ও রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাঁপবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল হাকিম গায়েন তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার নেতৃত্বে বহু সিপিএমের কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করে।
ঘটনার দিন রাতে নিজের বিল্ডার্সের দোকানের কাজকর্ম শেষ করে মোটরবাইক করে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎই সিপিএমের আশ্রিত ওই দুষ্কৃতীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এরপর আব্দুল হাকিম মোটরবাইক থেকে পড়ে গেলে দুষ্কৃতীরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে চম্পট দেয়। স্থানীয় বেশ কিছু মানুষ জন বিষয়টি দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে আব্দুল হাকিমকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
মন্দিরবাজার কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক জয়দেব হালদার বলেন, সিপিএমের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের গুলিতে ও ধারালো অস্ত্রে খুন হন সক্রিয় কর্মী আব্দুল হাকিম গায়েন। দলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। বিষয়টি জেলা ও রাজ্যস্তরের দলীয় নেতৃত্বকে জানানা হয়েছে। মন্দিরবাজার ব্লক সিপিএমের নেতা অশোক রায় বলেন, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই এই ঘটনা ঘটেছে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, দুষ্কৃতীদের হামলায় এক ব্যক্তি খুন হন। খুনের অভিযোগে ২ জনকে আটক করা হয়েছে। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ৭ জুন–১৩ জুন, ২০১৪

গঙ্গার গঙ্গাযাত্রা রোধে

গঙ্গাদূষণ রোধ করতে কেন্দ্রের নতুন মোদি সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। উমাভারতী মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নিয়েই উদ্যোগী হয়েছেন তাঁর আরাধ্যা গঙ্গামাতাকে পার্থিব দূষণ থেকে মুক্তি দিতে। অতীতে 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান' নিয়ে যতটা হৈচৈ হয়েছিল বাস্তবে ততটা কার্যকর হয়নি। কাগজে কলমে গঙ্গার দূষণ রোধে অনেক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হলেও বাস্তবে গঙ্গার পবিত্র জলে বিষাক্ত পদার্থের পাশাপাশি নদীর ভাঙন আটকানো যায়নি। হিমালয়ের কোলে যেখানে গঙ্গার পবিত্র নির্মল জলধারা স্পর্শ করছে নানা তীর্থ ক্ষেত্রকে সেই সব জায়গায় সাম্প্রতিক অতীতে অবৈধ নির্মাণের পাশাপাশি বৈধ অনুমতি নিয়ে অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মাণের ছাড়পত্র পেয়েছে একাধিক বহুজাতিক সংখ্যা।

গঙ্গার এই স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিবাদ হয়েছে। এক তরুণ সন্ন্যাসী গঙ্গার দূষণ আটকাতে আমরণ অনশন চালিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী সরকারের টনক নড়েনি, গণমাধ্যমেও সেভাবে আলোড়ন ওঠেনি। গতবছর এমনই এক অভিশপ্ত জুনমাসে কেদারবদ্রীসহ উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ দেবভূমিতে ধ্বংসলীলা বয়ে যায়। স্রেফ মুনাফার তাগিদের গঙ্গাপাড় সহ অন্যান্য নদী ও বনাঞ্চলে অবৈধ নির্মাণ আর খনিজ উত্তোলনের লোভে। চারধামে রক্ষাকর্তি হিসেবে কথিত। ধাত্রীদেবীকে সকলের অগোচরে ক্রেন–এর সাহায্যে মন্দির থেকে স্থানচ্যুত করতে গিয়েই আধ ঘণ্টার মধ্যে দেবভূমিতে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতসরকার বিষয়টিকে প্রকাশ্যে না আনলেও কোনও কোনও গণমাধ্যম কেদার বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবের রাতের অন্ধকারে ধাত্রীমাতাকে স্থানচ্যুত করার কারণকে দায়ি করছেন। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হয়ত প্রকাশ্যে আনা হয়নি কিন্তু সামগ্রিকভাবে নদী–পাহাড়–অরণ্য ধ্বংসের কারণেই গতবছর ওই ধ্বংস লীলা এবং এত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে গঙ্গাকে কলুষমুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। জি মিডিয়া গ্রুপ দেশব্যাপী সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গঙ্গা সচেতনা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। গঙ্গাকে তাঁর আগের ভূমিকায় যতটা সম্ভব ফিরিয়ে দেওয়ায় মাধ্যমেই গঙ্গার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন হবে। পরবর্তীকালে অন্যান্য নদীগুলি সম্পর্কেও অনুরূপ ভাবনাচিন্তা হবে আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের আদিগঙ্গা আজও প্রতিশ্রুতি মতো সৌন্দর্যায়নের পথে হাঁটতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সন্নিকটে গঙ্গার দু'পার নয়নাভিরাম হলেও পরবর্তী অংশে গঙ্গা সেই আগের নর্দমার রূপেই প্রবাহিত হচ্ছে। কলকাতা পুরসভা থেকে নিয়ম মতো প্রতিশ্রুতি মিলেছে। দেখা যাক, প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হয়। অন্তত যখন কেন্দ্র গঙ্গার সংস্কার নিয়ে এগিয়ে এসেছে। সেই প্রেক্ষিতে কলুষমুক্ত গঙ্গার স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে।

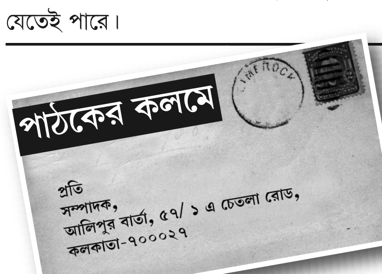

আবহাওয়া বাঁচান

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা অধিক থেকে অধিকতর হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ মানব জগৎ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিত জগৎ এবং আরও অনেক কিছুর ক্ষতি হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে। যে ওষুধ আগে মানুষের শরীরে কাজ করত সে ওষুধে আর কাজ হয় না। সকল সময় নতুন নতুন ওষুধ তৈরি করতে হয়। বন্যা কিম্বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে আমরা আগে থেকে বুঝতে পারি না, দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আমরা কিংকর্তব্যবিমুড় হয়ে পড়ি। কিন্তু এই তাপ কেন দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে কেন বৃষ্টি সময়ে হচ্ছে না। এই বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা তো দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন অথচ সরকারি উদাসীনতার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী কাশিনাথ মুখোপাধ্যায় ৩০ বছর ধরে এই বিষয়ে আলোকপাত করে গিয়েছেন। এর সমাধানের পথও বলেছেন। যখন আর কোনও পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে তাঁর এই তত্ত্ব মেনে নিয়ে কাজ শুরু করা হোক। সরকার তো অনেক কাজে অনেক অর্থ ব্যয় করে। কাশিবাবুর মরু চাষের কুফল সংক্রান্ত যুক্তির পিছনে কিছুসময় ব্যয় করে প্রকৃত কাজটা করলে অসুবিধা কোথায়। তা না হলে তো ভূমিকম্প হযে দেশটাই ছারখার হয়ে যাবে। সমস্ত মানব সম্পদ ভুলুণ্ঠিত হবে। এই কথা গুলো যখন লিখছি পাশের বাড়ি থেকে ভেসে এলো কান্নার রোল। কান পেতে শুনলাম আরও একজন মারা গেলেন তাপপ্রবাহের কারণে। তাই তো লেখার টানে মন আরও দুর্বার হয়ে ওঠে। দেশে নতুন সরকার এসেছে, এর বিরুদ্ধে কি তাদের কিছুই করার নেই? মোদিজীকে অনুরোধ, ভ্রান্ত পরিকল্পনা বন্ধ করে দেশবাসীকে বাঁচান।

রনেশ চন্দ্র নন্দী, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা

অমৃতকথা

২৩৯। সন্দেশের গুঁড়ো পড়লে পিঁপড়ে আপনি এসে জোটে। অতএব সন্দেশের গুঁড়ো হবার চেষ্টা করো, পিঁপড়ে আপনি এসে জুটবে।

২৪০। কলিকালে বহু লোক কীর্ত্তন করিবে।
নাচিয়ে গাইয়ে শেষ নরকে যাইবে।

২৪১। খাঁচা থেকে পাখি উড়ে গেলে কেউ খাঁচার আদর করে না, তেমনি এই দেহ–খাঁচা থেকে প্রাণ–পাখী উড়ে গেলে কেউ এ খাঁচার আদর করে না।

২৪২। তেল না হোলে যেমন প্রদীপ জ্বলে না, ঈশ্বর না থাকলে সেই রকম মানুষ বাঁচে না।

২৪৩। বাঁদর যেমন শিকারীর পদতলে প্রাণ দেয়, মানুষ সেই রকম সুন্দরীর পদতলে প্রাণ দেয়।

২৪৪। আমল করকে করে ধ্যান,
গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান,
যোগী হোকে কুটে ভগ,
তুলসী কহে এ তিনই কলিকা ঠক।

অর্থাৎ নেশা করে ধ্যান করা, সংসারী হয়ে জগৎ মিথ্যা বলা এবং যোগী ব্যক্তির স্ত্রীসঙ্গ করা, এ তিনই আত্ম প্রবঞ্চনা মাত্র।

২৪৫। প্রশ্ন– সাধককে যদি স্ত্রী ধরে তবে কেমন হয়?
উত্তর– যেমন আম টিপলে ফক করে আঁটি ও শাঁস বেরিয়ে যায়, সেই রকম সাধকের মন ঈশ্বরে চলে যায় শরীরটা পড়ে থাকে।

২৪৬। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ডাল হয়, ভাত হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

চুপ! গোলমাল নয়, পর্ষদ নিদ্রা গিয়েছে

আসে–যায় খায়–দায়, কিন্তু পরিবেশ বদলায় না

ওঙ্কার মিত্র

ফের আসছে ৫ জুন, পরিবেশ দিবস। লোক দেখানো উৎসাহের অন্ত থাকবে না। প্রচারের জন্য কিছু বিজ্ঞাপন ছাপা হবে, দু–একটা মিছিল বেরোবে। সেখানে মুখ দেখাবার জন্য কোনও কোনও নেতা মন্ত্রীরাও হয়ত থাকবেন। বড় বড় ভাষণ দেবেন। সাংবাদিকরা সেইসব ভাষণ মানুষকে খাওয়াবার জন্য হুড়োহুড়ি করবেন। দিন ফুরিয়ে যাবে, আবার যে কে সেই।

আসলে কিন্তু পরিবেশ বদলাবে না। পরিবেশ মন্ত্রক থাকবে, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থাকবে আবার দূষণও থাকবে। দুর্দান্ত সহাবস্থান। সেই জন্যই তো দূষণের রমরমা। রাস্তাঘাট দেখুন। যত্রতত্র মল–মূত্র, আবর্জনার ঢিবি। পুরসভার কর্মীদের মর্জির উপরই নির্ভরশীল – কখন সেসব মুক্ত হবে। প্লাস্টিকে নাকি পর্ষদের ঘোর আপত্তি। তাই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্লাস্টিকের রমরমা। দোকান–বাজার থেকে শুরু করে বড় বড় মল সবেতেই প্লাস্টিকের দেদার ব্যবহার। সবই নাকি সীমার নিচে। তাই পর্ষদও ঠাণ্ডা ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

রাজ্য তথা কলকাতার লাইফ লাইন নাকি গঙ্গা, এখানে হুগলী নদী, তারই শাখা আদি গঙ্গা বা টালি নালা। এদের অবস্থা দূষণ যারা ভালবাসেন তাদের উপভোগ করার মতো। পর্ষদ কিন্তু ঘুমোচ্ছে। জেগে উঠবে আর কয়েকমাস পর পুজোর সময়। বাজির শব্দ নিয়ন্ত্রণ আর জলে ফুল বেলপাতা ফেলা নিয়ে কি উৎসাহ তাদের! সারা বছর ধরে আবর্জনায় ভরে উঠছে, বলার কেউ নেই।

সারা বছর দূষণের কত অভিযোগ জমা পড়ে নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে? কতগুলোর নিষ্পত্তি হয়? আদৌ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ হয় কি? কে তার খবর রাখে। রাজ্য জুড়ে ছোটখাটো কল কারখানা গজিয়ে উঠছে। তাদের না আছে কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা, না আছে কোন ছাড়পত্র। অতএব দূষণ চরমে। পর্ষদ কিন্তু ঘুমোচ্ছে। কেউ যদি অভিযোগ করে তার নোটিশ আসতে কেটে যায় কয়েকমাস। তারপর শুরু হল শুনানী। তাও কয়েক মাস। যদি কাগজপত্রে প্রমাণ করা গেল ভাল। তাহলে কিছু জরিমানা করে দায় শেষ। যেন জরিমানা করলে দূষণ বন্ধ হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে দূষণটা বন্ধ হল কিনা সেটা দেখার কেউ নেই।

যত্রতত্র মল–মূত্র, আবর্জনার ঢিবি। পুরসভার কর্মীদের মর্জির উপরই নির্ভরশীল – কখন সেসব মুক্ত হবে।

কারা ব্যবস্থা নেবেন। এখানে রক্ষকরাই ভক্ষক। সবই শেষ পর্যন্ত ঠেকবে সেই মন্ত্রী–বিধায়ক–পুরপ্রতিনিধিদের কাছে গিয়ে। অথচ তারাই তো রোজ দূষণ ঘটিয়ে চলেছেন। এই যে নির্বাচন গেল, নির্বাচন কমিশনের কত বাধা–নিষেধ। তবু কি আটকানো গিয়েছে শব্দদূষণ থেকে দৃশ্যদূষণ। কথা আর ব্যানার হোর্ডিং–এর রমরমা। যেখানে সেখানে রাজনৈতিক ব্যানার, পোস্টার।

এখন তো নির্বাচন নেই, কে দেখবে এসব। সেই রাজনৈতিক নেতারা। রোজই রাস্তাঘাটে, গঙ্গায় পরিবেশে দূষণ ছড়াচ্ছে, কে দেখবে এসব। সেই নেতারাই তো। এলাকায় এলাকায় কলকারখানা, গুদাম ঘর, বস্তি এলাকায় দূষণের ছড়াছড়ি। কাদের মদতে, সেই রাজনৈতিক নেতাদের।

অতএব রাজ্য জুড়ে সারাবছর ধরে প্রতিদিন লাগামছাড়া দূষণ চলছে। দেখার কেউ নেই। অভিযোগ করলে হেনস্থার শেষ নেই। অভিযুক্তর থেকে অভিযোগকারীকে নিয়েই টানাটানি বেশি। পুলিশের কাছে গেলে বলে পর্ষদে যাও। পর্ষদে গেলে দৌড়োদৌড়ির শেষ নেই। আসলে পয়সার বিনিময়ে দূষণ বিক্রি হয় এখানে। তাই তো অবস্থা বদলায় না, অদূর ভবিষ্যতে বদলাবার আশাও কম।

এ রাজ্যে পরিবেশ দিবস হাস্যকর প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। দিনগত পাপক্ষয় ছাড়া কিছু নয়। যারা দূষণ ছড়ায় বেশি তারাই সেদিন নাচানাচি করে। তাই মানুষের কাছে এ দিবসের কোনও উন্মাদনা নেই, নেই কোনও আবেদনও।

এবার ভাবার সময় এসেছে এই দিবসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। দূষণ থাকবে না নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, মন্ত্রক থাকবে – এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বলিষ্ঠ সমাজকর্মী আজও এ রাজ্যে বিরল। সাধারণ মানুষ তাই নিরুপায়–নির্বিকার।

যাওয়া আসার পথে–পথে

একদিন হাসনাবাদ টাকিতে

দীপককুমার বড় পন্ডা

সেদিন হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছিলাম উল্টো পথে। অর্থাৎ দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে দমদমের না গিয়ে হাসনাবাদের দিকে। সঙ্গী তিনজন। তিনজনের মধ্যে ছোটজনের বয়স সাড়ে ছয়। ট্রেন চলছে। ক্যান্টনমেন্ট–এ প্রথমের দিকে ভিড় থাকলেও পরে, ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়েছে। বারাসতের পরে ট্রেনটা অনেকটাই ফাঁকা হয়েছে। আরাম করে বসার জায়গা পাওয়া গিয়েছে। এমনিতে দুপুরের দিকে মানুষের ঝিমুনি থাকে, তার ওপর এই ভ্যাপসা গরম, তাই অনেকে সুখনিদ্রা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা অবশ্য চারদিকে দেখছি। নতুন অনেক কিছু দেখার আছে। ফাঁকা মাঠের মাঝখান দিয়ে ট্রেন চলছে। কোথাও কোথাও ফাঁকা মাঠেই স্টেশন। স্টেশনে নেমে মাঠ বরাবর হেঁটে লোকেরা আলপথে বাড়ির দিকে বা গন্তব্যস্থলে রওনা দিচ্ছে। কোনও কোনও সময় মনে হয় নেমে যাই। নামি না, এগোতে থাকি।

ট্রেন ভ্যাবলা স্টেশনে এসে ঢুকল। একটি বছর ১৪'র মেয়ের সঙ্গে একজন মহিলা উঠলেন কামরায়। কিশোরীটি খুব সাজগোজ করেছে। মুখে খুব মোটা গাঢ় রঙের লিপস্টিক, রঙচঙে পোশাক। ট্রেনের জানলা দিয়ে মেয়েটির মা কিছু কথা বললেন। ট্রেন পৌঁছাল বসিরহাট স্টেশনে। ওখানে টিকিট চেকার উঠলেন তিনজন। সবাই টিকিট দেখালেও ওই মেয়েটি এবং তার সঙ্গী মহিলা টিকিট নেই বললেন। চেকার বললেন,

– কেন টিকিট কাটেননি?

কিশোরীটি বলল – এই ট্রেনেতো কোনওদিন টিটি দেখিনি। তাই টিকিট কাটিনি।

টিকিট চেকার বললেন, 'ফাইন দিতে হবে।'

কিশোরীটি বলল, 'ও কাকু আমাদের খুব বিপদগো। একি মুশকিলে পড়লামগো!' কঁদতে শুরু করল কিশোরী।

চেকার বললেন, 'তোমার সঙ্গে কে আছে?'

পাশে বসা মহিলা বললেন, 'আমি আছি।'

চেকার বললেন, কত টাকা আছে আপনার কাছে?

– বেশি নেই।

– কত আছে, বার করুন।

– একশ টাকা নিন আপনি।

– আপনি টাকাটা বার করুন না। না হলে লেডিস পুলিশ ডাকব।

– আপনি দু'শ টাকা নিয়ে ছেড়ে দিন। হাসনাবাদে আমাদের নদী পেরিয়ে অনেক দূর যেতে হবে। এই টাকা নিয়ে গেলে রোগী ভর্তি হবে।

– ঠিক আছে, আমি নেব না, কিন্তু কত টাকা আছে বার করুন।

মহিলা বার করলেন। বেশ কয়েকটা একশ টাকার নোট দেখা গেল। ট্রেন হাসনাবাদ স্টেশনে ঢুকল। টিকিট চেকার উঠে গেলেন। কোনও জরিমানা করলেন না, আবার টাকাও নিলেন না। মহিলা কিশোরী নেমে গেলেন ট্রেন থেকে। ওখানে ট্রেনের যাত্রা শেষ। আমরা নেমে নদীর দিকে যাচ্ছি। দেখি ওরাও যাচ্ছে। কিশোরী মেয়েটি বলছে, 'কেমন চাল চাললাম গো। ব্যাটা টাকা নেবে, দিলেতো নেবে। যদি টাকা নিত, তবে গোলমাল করে দিতাম এখানে।' কিশোরীর ছটফটানি দেখে আমার সবথেকে ছোট সঙ্গী তখন আশ্চর্য হয়ে গেল। ও বলল, 'দিদিটা তখন কাঁদছিল তো। এখন বলছে, চালাকি করেছে। ও কেন চালাকি করল?' পথচলতি এইসব উত্তর না দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম।

আমরা চারজনে উত্তর ২৪ পরগণার টাকিতে ইছামতীর পাড়ে যখন ঢুকছি, সেইসময় একজন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই মানুষ এগিয়ে এলেন। বললেন,

– বেড়াতে যাবেন?

– বেড়াতেইতো এসেছি। উত্তর দিলাম।

– ভ্যানে করে নিয়ে যাব ওই দিকে। দূরে হাত বাড়ালেন। একটা আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করলেন। আবার একবার জিজ্ঞেস করলেন – যাবেন? কোনও বিরক্তি নেই তাঁর চোখে–মুখে।

– কী আছে ওখানে? জানতে চাইলাম।

– জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর বাড়ি, গোলপাতার জঙ্গল, কুলেশ্বরী কালী মন্দির, ৩০০ বছরের পুরনো জোড়া শিব মন্দির, আরও অনেককিছু। আর বাংলাদেশকে একেবারে কাছে দেখে দেখা যাবে। ওদের ওখানকার মানুষদের কথা শোনা যাবে। ইছামতী নদীটা ওখানে একেবারে সরু হয়ে গিয়েছে। ওপারে বাংলাদেশের মানুষরা খেলছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে সব দেখা যাবে।' মানুষটা পর পর বলে চলেছেন। পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা চেক চেক জামা।

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার টাকিতে ইছামতী নদীর তীরে রেলিং দেওয়া পার্কটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষটা ওখানকার আরও নানারকম কথা বলছেন। কখন পর্যটক বেশি আসেন, ওপারের মানে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি কত খবর তাঁর জানা। ভ্যান–রিক্সা চালানো মানুষটার নাম জানতে চাইলাম।

– আবসার আলি।

আরও অনেক জায়গার কথা বলে চলেছেন আবসার। মাছরাঙা রিভার আইল্যান্ড, মিনি সুন্দরবন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর অনেক জানা। মিনি সুন্দরবনে সুন্দরী গাছ, গোলপাতার গাছ লাগানো হয়েছে। এইসব খানিকটা বড় হলে কিছু কিছু জন্তুজানোয়ার ছাড়া হবে।

একসময় এখানে জমিদারের বাস ছিল। জমিদার বাড়িগুলো ভেঙে পড়ছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। এখানকার সরকারি হাইস্কুলটি আনুমানিক ২৫০ বছরের প্রাচীন। ১২৯ একর মাছরাঙা দ্বীপও বেশ আকর্ষণীয়। আর টাকির বড় আকর্ষণ, ইছামতী নদীতে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন। আগে ওইসময় দুই বাংলার মধ্যে যাওয়া–আসায় কোনও বাধা ছিল না। বাংলাদেশের কাতারে কাতারে মানুষ এদেশে আসতেন ঠাকুর বিসর্জন দেখতে। অনেকে অভিযোগ করেন, বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে আর ফিরত না প্রচুর মানুষ। তারা এদেশে পাকাপাকি থেকে যেত। বাংলাদেশের এইসব জায়গা খুব গরিব, সারাবছর খাবার পাওয়া মুশকিল। তাই, এখন পুজোর সময় এই যাওয়া–আসা বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। আবসার এইসব কথা পর পর বলে যাচ্ছেন।

বছর চল্লিশ খানেকের মানুষটা তাঁর বাড়ির খবরও বলে চলেছেন। বাড়িতে একটি ছেলে – ক্লাস ফাইভে পড়ে, এক মেয়ে – ক্লাস থ্রি। বাবা বছর পাঁচেক আগে মারা গিয়েছেন। মা তিন মাস আগে। বাড়িতে কিছু জমি আছে। ওখান থেকে ছয় মাসের ধান হয়ে যায়। বাকিটা দিনমজুরী, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে, নদীর চরে গাছ লাগানো, আর কিছু যখন থাকে না, তখন ভ্যান–রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন আবসার। এক সফল কর্মদ্যোগী মানুষ আবসার। অভাব নিয়ে কোনও কথা নেই। তাঁর কথায় আছে আনন্দ।

রিক্সা চালাতে চালাতে আবসার বলছিলেন, গায়ে গতরে কাজ করে আমাদের ঠিক চলে যায়। সারাবছর কোনওসময় খাবার পাই না, এমনটা হয় না। তবে টাকার রোজগার করা যেমন কষ্ট, তেমনি খরচ করাও কষ্ট। রোজগারের জন্য বুদ্ধি লাগে, আবার খরচ করার জন্যও বুদ্ধি করতে হয়।

– কী সেই বুদ্ধি? জানতে চাই।

– আপনি টাকাটা রোজগার করলেন, কোন খরচটা আপনার করা দরকার, আর কোনটা নয়, সেটা জানতেতো বুদ্ধি লাগে। সেই বুদ্ধিটা অনেকের থাকে না বলে মুশকিলে পড়ে। অর্থনীতির সহজ কিছু টোটকা যেন বলে চলেছেন আবসার। তাঁর কথা মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি।

আবসার রিক্সার প্যাডেলে জোরে চাপ দেন এবার। সামনের রাস্তাটা খানিকটা উঁচু। ওখানে একটি নতুন ব্রিজ হচ্ছে। আবসার বললেন, 'সারা টাকিতে অলিগলিতেও পাকা রাস্তা। টাকি পুরসভা ভাল কাজ করছে।' রিক্সা চলছে। আবসার বলে চলেছেন, টাকি এলাকায় কোথায় কী উন্নয়নের কাজ হযেছে। আবার বলছেন ইতিহাসের কথাও। সেই ইতিহাসে টাকির জমিদার চৌধুরীদের কথা, ইছামতী নদীর ওপারে শ্রীপুর গ্রামের ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়–এর কথা, কি নেই! টাকির জমিদার হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী একসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। সেইসময় টাকি এলাকায় শিক্ষামূলক নানা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল। সেই জমিদার বাড়ি অবশ্য এখন ইছামতী নদীর গর্ভে অনেকটাই চলে গিয়েছে। খানিকটা অবশিষ্ট আছে, এই যা। আবসার বলছেন, আবার বিধানচন্দ্র রায়–এর বাড়ি ছিল নদীর ওপারে শ্রীপুর গ্রামে। সেই গ্রাম এপার থেকে দেখা যায়। টাকি পুরসভা বিধানচন্দ্র রায়–এর একটা স্ট্যাচু বসিয়েছে নদীর পাড়ে, পার্ক–এর মধ্যে।

আবসারের আলোচনায় আবার বর্তমানের কথাও আছে। জায়গা–জমির দাম কেমন বাড়ছে – সেসব কথাও। দু–এক বছরের মধ্যে জায়গার দাম অনেক বেড়েছে। এখানে এখন ফ্ল্যাট বাড়িও তৈরি হচ্ছে। যেতে যেতে বাজার চোখে পড়ছে না তাই কৌতূহলী হই।

– এখানে বাজার কোথায় বসে?

– বাজার তো আর আগের মতন নেই। এখন বাড়ি বাড়ি বাজার। সব্জি, মাছ, যা প্রয়োজন সব বাড়িতে চলে যাচ্ছে। ভ্যানে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে বিক্রেতারা। এরজন্য হয়ত খানিক বেশি পয়সা লাগে, তাতে মানুষের কিছু যায় আসে না। 'ঘরে বসে তো জিনিস পাচ্ছি' – ভাব এটাই। সত্যিই তাই। এক জায়গায় মিলিত হয়ে কেনাকাটা – এই ধারণা যেন দিনকে দিন বদলে যাচ্ছে।

রিক্সাটা গিয়ে এক জায়গায় আটকালো। আবসার আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। রাস্তাটা অন্ধকার হয়েছে। নদীর পাড়ে পাড়ে এগিয়ে চলেছি। এখানে তিনটে নদী তিন দিকে গিয়েছে। রাস্তার দু'দিকে কিছু ইটের বাড়ি, মাথায় টালির চাল। উঠোনে রান্না ঘর। আবসার বলছেন, এঁরা সুন্দরবনের মানুষ। এখানে এসে ইট ভাটায় কিংবা দিনমজুরের কাজ করে। দুর্গম জায়গা থেকে বেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসেছে। বাড়ির উঠোনেই রান্না হচ্ছে বেশ কয়েকজনের ঘরে। যাদের একটু টাকা পয়সা আছে, তারা পাকা বাড়িও করছে। আমরা এগিয়ে চলেছি, হাসনাবাদে সুন্দরবন মেলা দেখতে। আবসার তখনও ক্লান্ত নয়।

বললাম, রিক্সা টানতে টানতে এত কথা বলছেন কষ্ট হচ্ছে তো!

– না, না কোনও কষ্ট নেই। আমার কথা শুনছেন, আমাদের জায়গা দেখছেন, আমার ভাল লাগছে। আপনারা যত খুশি হবেন, তত এখানে আসবেন, আরও মানুষকে বলবেন এখানকার কথা। আর যত মানুষ এখানে আসবে, আমাদের তত উন্নতি হবে।

মানুষ এলে তো তারা রিক্সা চাপবে, কেনাবেচা করবে, সবেতেই তো আমাদের লাভ। কেনা–বেচার কথাতেই আবসারের মনে পড়েছে বসিরহাটের গামছা এবং এখানকার ছানার মালপোয়ার কথা। এই দুটি তো এখানে খুব বিখ্যাত।

আমরা সুন্দরবন মেলায় ঢুকতে যাই। ততক্ষণে রাত হয়েছে, তাই চিন্তিত হন আবসার।

– মেলা শেষে ঠিকমতন ফিরতে পারবেন তো? জানতে চান।

একটা টুকরো কাগজে আবসার তাঁর মোবাইল নম্বরটা লিখে দেন। বলেন, এই ফোনটা আমার কাছেই থাকে, পরে এলে বলবেন।

দল ছাড়া বামেরা অস্তিত্বের সংকটে ভোগে

দল তাড়িয়ে দিলে একরকম। জনসংযোগ থাকলে সে রক্ষা পায়। কিন্তু বেশিরভাগ বামেদের সে অবসথা নয়। নিজের ইচ্ছায় দল ছেড়ে আসলে বাঁচাই দায়। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কোনও যোগ নেই। মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগ নেই। এতদিন শুধু দলের জন্য সবকিছু। সমাজতন্ত্র–বিপ্লবের ভুয়ো স্বপ্নের কথা বলে মানুষের মন থেকে দূরে সরে যাওয়া কম্যুনিস্টদের নিঃশ্বাস নেওয়ার একটাই জায়গা, পার্টি অফিস। যেখানে দেওয়ালে টাঙানো থাকে বিদেশি চিন্তাবিদদের ছবি, যেখানে স্থান পায় না ভারতীয় মনিষীরা, যেখানে শুধুমাত্র ছকে বাঁধা একইসঙ্গে একই কথা বলা মানুষের উপস্থিতি, যেখানে বিপ্লবের অলীক পথে মুক্তির পথ খোঁজা। চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী এইসব রাজনীতিকদের দল ছেড়ে নতুন প্রজন্মকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া ভয়ঙ্কর কষ্টের। এরা জানেন দল ছাড়লে কেউ ফিরেও তাকাবে না এদের দিকে। বুদ্ধ–বিমান–শ্যামল–বিনয়–গৌতমদের হুবহু একই অবস্থা। এরা জানেন দল ছাড়লে স্মৃতির অতল গভীরে তলিয়ে যাবেন এরা। এখনও তবু কিছুটা প্রচারে আছেন, দল ছাড়লে সব শেষ। তাই যতই আলোচনা উপদেশ পরামর্শ বর্ষিত হোক না কেন, শরিকরা যতই সোচ্চার হোক না কেন এদের স্ব ইচ্ছায় দল ছাড়ার সম্ভাবনা নেই। ঘরোয়া বিপ্লবে কেউ জোর করে হটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এরা আমৃত্যু দলের বোঝা হয়েই থাকবেন।

রাজনীতির বাতাসে ইদানীং একটা কথা খুব আলোচিত হচ্ছে যে বৃদ্ধ পক্ককেশ বামেরা সরে গেলে দলটা তবু বাঁচতে পারে। এই ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমত, পরবর্তী প্রজন্মে এমন কোনও ব্যক্তিত্ব এখনও উঠে আসেনি যে মৃতপ্রায় দলটাকে ফের বাঁচাতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিদেশি ভাবধারায় তৈরি সীমাবদ্ধ ভাবনার দলের বড় কিছু করার থাকে না। বাম নেতারা শাসকরূপে যা করে গিয়েছেন তাতে এমন কোনও আশা জাগিয়ে যাননি যে পরবর্তী সময়ে সুযোগ পেলে নতুন কিছু করতে পারেন। অতএব যেখানে আশা নেই, নতুন স্বপ্নের হাতছানি নেই সেখানে জীবন নেই। মৃত্যু সেখানে ভবিতব্য। এখন শুধু অপেক্ষা দলটি কবে সব প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে মুছে যাবে।

গত নির্বাচনের এক পক্ষকাল আগে আলিপুরবার্তা বলেছিল 'সিপিএম চিতায় উঠেছে, সহমরণে যাবে কংগ্রেস'। ১৬তম লোকসভা নির্বাচনের ফলে তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত। এ রাজ্যে সিপিএম শুধু একা মরেনি, মরেছে কংগ্রেসকে নিয়ে। তফাত শুধু একটাই কংগ্রেসের মতো খোলামেলা দল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া–মারামারি করেও স্বল্প হৃদস্পন্দন নিয়ে টিঁকে যাবে আর পাট ভাঙা ধুতি–পাঞ্জাবি, চকচকে পোষাক পরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই শেষ হয়ে যাবে বামেরা। এটা বুঝতে পেরেই বাম নেতা–কর্মীরা ডুবন্ত নৌকা ছেড়ে দলে দলে এমন একটা দলে ভিড় করছেন যাকে এতদিন তাদের নেতারাই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে অচ্ছুৎ করে রেখেছিল। ভুল ভেঙেছে, মোহ চুকেছে, এবার শুধু পালা পালা রব। আপনি বাঁচলে তবে তো বাপের নাম

তবুও বাংলার জনগন যেন বড়ই ব্যথিত

শুভেন্দু অধিকারীর অপসারন: তৃণমূলের দলীয় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলের নেতা–নেত্রীদের দলীয় পদের ব্যাপক রদবদল করেছেন। কিন্তু পূর্ব–মেদিনীপুরের তরুণ তুর্কী শুভেন্দু অধিকারীকে রাজ্য তৃণমূল যুব সভাপতির পদ থেকে অপসারন করে, নব্য তৃণমূলী সৌমিত্র খাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করায় রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে দলের অন্দরেই। অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় পদের রদবদল করেছেন কিন্তু এমন নজীরবিহিন প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনি। এমনকি তৃণমূল ছাড়াও বিরোধী সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপির নেতা কর্মীরাও তৃণমূল সুপ্রিমোর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনা করছেন। যা অনভিপ্রেত। বাংলার জনগনও যেন বড়ই ব্যথিত হয়ে পড়েছেন। শুভেন্দু অধিকারীর অপসারণে এত প্রতিবাদের ঝড় কেন? নানা জন নানা মত দিচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন, তৃণমূলের দলীয় ব্যাপারে তৃণমূল সুপ্রিমো দলের স্বার্থে সংগঠনের স্বার্থে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। তাতে এত সমালোচনার কী হল? আসলে প্রতিবেদকের অনুভব, দীর্ঘ ৩৪ বছর বাম অপশাসন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়ের যে আপসহীন লড়াই এবং তার ফলস্বরূপ রাজ্যে 'পরিবর্তন', সেটাকে বাংলার জনগন কোনও রাজনৈতিক দলের লড়াই হিসেবে দেখেন না। সেটা তাঁরা আপামর জনগনের মুক্তির যুদ্ধ বলে মনে করেন।

সেই যুদ্ধের প্রধান কারিগর মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়। আর তাঁর দুর্দিনে যাঁরা তাঁর পাশে থেকে যোগ্য সেনাপতির মতো লড়েছেন জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে, তাদের অন্যতম হলের শুভেন্দু অধিকারী। দোর্দন্ড প্রতাপ পূর্বমেদিনীপুর তথা হলদিয়ার বেতাজ বাদশা তথা কমরেড লক্ষণ শেঠ'র মূল প্রতিপক্ষ হয়ে লড়েছেন সুদর্শন সুবক্তা শুভেন্দু। একবার বিধানসভা ও লোকসভায় হেরে গিয়েও পালিয়ে যাননি। নন্দীগ্রামে যখন সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিয়েছে, তখন শুভেন্দু জনগণকে সংগঠিত করে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেছেন। নন্দীগ্রামের আন্দোলন সারা ভারতবর্ষকে নতুন পথ দেখিয়েছে। মাও অধ্যুষিত পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম এলাকার প্রতিটি বুথে বুথে ছুটে গিয়েছেন শুভেন্দু। রাজ্যে পরিবর্তনের মূল কাণ্ডারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও, পরের জন অবশ্যই শুভেন্দু অধিকারী। বলা ভাল পূর্ব মেদিনীপুরের অধিকারী পরিবার। অথচ যারা দলের মধ্যে থেকেও দলবিরোধী কাজ করল, তারা আজ দলে প্রমোশন পাচ্ছে। যারা কিছুদিন আগেও কংগ্রেসে থেকে তৃণমূলের সমালোচনা করেছেন, তাদের পদোন্নতি হচ্ছে। এটা তৃণমূলের আদি কর্মী সমর্থক এমনকী বাংলার মমতার মা–মাটি–মানুষের আন্দোলনের সাথী জনগণ ভাল চোখে দেখছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পরিবর্তনে অনেকেই হতবাক। দলের অন্তরে ক্ষোভ জমছে। ক্ষোভের আগুন জ্বলছে ছাই চাপা আগুনের মতো। তাই তো সোশ্যাল সাইটে ফেসবুকে শুভেন্দুর অপসারনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার প্রতিবাদ হয়েছে। কর্মী সমর্থকরা কোথাও কোথাও পথ অবরোধ করেছেন। বাংলায় এই মুহূর্তে তৃণমূলের কোনও বিকল্প নেই, একথা সত্য। কারণ ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৪টি তৃণমূলের, এটা কি কম কথা। তবে তৃণমূলের ভোট কমছে, একথা সত্য। রাজনীতিতে সবই সম্ভব। ২০০৬ সালে ২৩৫ আসন পেয়ে বুদ্ধবাবু রাজ্যের 'ব্র্যান্ড' হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ৫ বছরের মধ্যেই ব্র্যান্ড বুদ্ধ ধুলায় গড়াগড়ি গিয়েছিল। তাই 'মমতাদি' আপনি শুধু তৃণমূলের নেত্রী, এই চোখে বাংলা আপনাকে দেখে না, আপনাকে বাংলার মুক্তি যুদ্ধের কাণ্ডারী হিসেবে মনে করে।

আপনার কিছু সিদ্ধান্তে অভিমানি জনগণ যদি নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটাতে যায়, তাহলে, আবার যদি চোরা পথে একদা লাল কমরেডরা সুবিধা করে নেবে। তাহলে আবার বাংলা অন্ধকারে ডুবে যাবে। সেই আশঙ্কায় বাঙালিরা আপনার যে কোনও সিদ্ধান্তের সঠিক পদক্ষেপ চায়। এতে কিছু মনে করবেন না। কারণ বাংলার জনগণ আজও আপনাকে নিজেদের লোক হিসেবেই মান্য করে।

প্রস্তুত প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

করা দুটি অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম পরিবেষ্টিত উদ্ধারকারী গাড়ি ক্যানিং ও কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকদের দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মহকুমা থেকে মোট ৫৭ জনকে সিভিল ডিফেন্স বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তাদের কিউআরটি (কুইক রেসপন্স টিম) বলা হয়। যে কোনও পরিস্থিতিতে তারা উদ্ধারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ৬ জুন থেকে মহকুমাগুলোতে কন্ট্রোল রুম খুলে দেওয়া হয়েছে। জেলার বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক দেবর্ষি রায় বলেন, 'এবার আমরা অনেক আগে থেকেই বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য নানা কর্মসূচী নিয়েছি। আমরা জোর দিচ্ছি নদী বেষ্টিত সুন্দরবন এলাকার জনগণ ও মৎস্যজীবীদের আগাম সতর্কতার ব্যাপারে। ইতিমধ্যেই জেলার মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সভা হয়েছে। সিভিল ডিফেন্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে অনেক যুবককে। নদী বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হলে তা দ্রুত মেরামত করার জন্য জেলার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে দফায় দফায় সভা করে সংযোগ রাখা হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয় ঘটলে যাতে খাদ্য, ওষুধ, ত্রিপল যথা সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় পৌঁছে যায়, সে জন্য জেলার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। এবারের বর্ষার সময়ে বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রস্তুত। শুধু সকলের সহযোগিতা চাই।

জমি বিবাদে সংঘর্ষ বিজেপি–তৃণমূলে

বিশ্বজিৎ পাল: *গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলাহাটে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাঁধে তৃণমূল–বিজেপি'র মধ্যে। ব্যাপক ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্থ হয় চারটি বাড়ি, আগুন লাগানো হয় তিনটি বাড়িতে। জখম হয় পাঁচজন। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপেও সামলানো যায়নি পরিস্থিতি। ঢোলাহাট থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।*

এবার কোন্দল ফরওয়ার্ড ব্লকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বামফ্রন্টে ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। লোকসভা ভোটে চরম বিপর্যয়। দিল্লিতে একজন প্রতিনিধি নেই। এই অবস্থায় আবার আভ্যন্তরিন কোন্দলে জড়িয়ে পড়ল ফরওয়ার্ড ব্লক। দল থেকে বহিস্কৃত রাজ্যের একসময়ের মন্ত্রী সরল দেবকে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিতেই বিদ্রোহ করছে উত্তর ২৪ পরগনার ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা। এমনকী সিদ্ধান্ত বদলাতে সময় সীমা বেঁধে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। এমন নজীর বামদলগুলিতে আগে দেখা গিয়েছে বলে মনে হয় না। বিপর্যয়ের পর দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখাই যে প্রধান কাজ সেখানে এই বিদ্রোহ বুঝিয়ে দিচ্ছে রাজনীতির আঙিনা থেকে ভবিষ্যতে মুছে যাবে এইসব দলগুলি। এমনই অভিমত রাজনৈতিক মহলেরও।

জল আমাদের জীবন, গাছ আমাদের প্রাণ: সামিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৫ জুন যথাযোগ্য মর্যাদায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর–২ ব্লকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হল। সকালে বিদ্যানগর কলেজ থেকে বিবিরহাট পর্যন্ত একটি সুদৃশ্য ট্যাবলো সহযোগে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধ করতে নানা সচেতনতামূলক পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে কয়েক হাজার মানুষ পদযাত্রায় সামিল হন। তারপর পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরিবেশ দফতর ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় মূল অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়। তারপর সভায় উপস্থিত হন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ। তিনি বলেন, পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখতে গাছ লাগাতে হবে। জল যেমন জীবন, তেমন গাছ হল প্রাণ। বেঁচে থাকতে দুটোরই প্রয়োজন। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি মোহন নস্কর। সহ–সভাপতি নয়িম মিস্ত্রী, সিডিপিও পীযূষ সাহা, আমতলা হাসপাতালের সুপার সঙ্গীতা ভট্টাচার্য, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রীতা দত্ত প্রমুখ। পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বসে আঁকো, প্রবন্ধ ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শুভেন্দু বিজলী।

চাষীদের মিথ্যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে হাওয়াবাবুরা

দূর্গাদাস সরকার

হাওয়া বাবুরা চিরদিনই আবহাওয়া সংক্রান্ত জ্ঞানের দৈন্যতায় ভোগে। আবহাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়ার জন্য সর্বদা তারা পাগলের প্রলাপ বকে। যে কথা বলে তার কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকে না। মিথ্যা বলেই তারা সরকারের থেকে মাসে মাসে মোটা টাকার মাহিনা নেয়।

এহেন হাওয়া বাবুরা এখন গাইছে এই বৃষ্টি এল বলে, দেখ না উত্তরবঙ্গে হিমালয় সন্নিহিত তরাই অঞ্চল অববাহিকায় কেমন বৃষ্টি হচ্ছে, দক্ষিণের লাঙ্গল টানা চাষীরা কেঁদে বলে উত্তরে হচ্ছে তা আমাদের কি? আমাদের চাষ কি উত্তরের বৃষ্টিতে হবে?

হাওয়াবাবুদের যন্ত্র কিন্তু মিথ্যা কথা বলে না, হাওয়াবাবুদের যন্ত্রে পরিস্কার করে লেখা রয়েছে মরু চাষের জন্য মৌসুমী বিপন্ন। তাই এসময় যে দক্ষিণ–পশ্চিম দিক দিয়ে মৌসুমী বায়ু ছুটে আসত, তারা আর আসছে না। কারণ রাজস্থানের (L) আর রাজস্থানে নেই, তাই দক্ষিণের বদলে উত্তর পশ্চিমের বাতাস ঢুকছে। ওই বাতাস শুস্ক। শীতের সময় এ বাতাস আসে পামীর মালভূমির শীতল বাতাস নিয়ে। উত্তরের বাতাসের দাপট বেশি হওয়ায় দক্ষিণের বাতাস বিপর্যস্ত। প্রকৃতি দেবী যেভাবে ভারত উপমহাদেশের জলবায়ু নিজের হাতে তৈরি করেছেন তা আজ আর নেই।

হিমালয়ের পাদদেশেও বৃষ্টির পরিমাণ কমেছে। আগে মরুভূমির নিম্নচাপ (L) জোরালো টান মেরে যে মেঘকে দেশাভ্যন্তরে স্তরে টেনে আনতে তা উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির অমৃত সিঞ্চনে চা বাগানগুলিকে চির সবুজ করে রাখত। আজ সে সব চা বাগানে বৃষ্টির অভাবে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। হিমালয়ে ধাক্কা খেয়ে সম্মিলিত মেঘপুঞ্জ অধিক বৃষ্টি ঘটিয়ে থাকে, সে বৃষ্টি আগের মতো আর হয় না। সামান্য বৃষ্টিকেই অসামান্যের মান্যতা দিয়ে হাওয়া বাবুরা দক্ষিণের চাষীদের বৃষ্টির মিথ্যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

বস্তুত চৈত্র–বৈশাখ চলে গেল। মরুচাষের কুফলের জন্য এবার আর কালবৈশাখী আর হবে না। বর্ষাকালের প্রকৃত বর্ষার রূপ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, বর্ষার বৃষ্টি ইতিহাসের পাতায় স্থান নেবে। নবাগত দেশবাসী শ্রাবণের ধারা বৃষ্টি আর দেখতে পাবে না। শুধু গানের মধ্যেই তা টিকে থাকবে।

রাজ্যের নবনির্বাচিত সাংসদেরা কে কেমন ও কি চান

সংকলক : বরুণ মণ্ডল

লোকসভা আসন	সাংসদের নাম ও দল	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	পূর্বাশ্রম	নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি
২৯। আরামবাগ (তপঃ)	আফরিন আলি (তৃণমূল কংগ্রেস)	২৮	এমএ (ইংরাজি), এলএলবি	আইনজীবী	স্বামী প্রাক্তন ছাত্রনেতা। এখন রিষড়ার উপ–পুরপ্রধান। পূর্বে কংগ্রেসে ছিলেন।	বন্যা প্রবণ এলাকায় পাকাপোক্ত বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ করা।
৩০। তমলুক	শুভেন্দু অধিকারী (তৃণমূল কংগ্রেস)	৪৪	এমএ	ব্যবসা	ছাত্রজীবনে এক মাসের এসএফআই–এ। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সেনাপতি, বিদায়ী সাংসদ।	হলদিয়ায় নয়া শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়ন করা।
৩১। কাঁথি	শিশির কুমার অধিকারী (তৃণমূল কংগ্রেস)	৭৪	আইএসসি	রাজনীতি	দীর্ঘদিনের পুরপ্রধান ও বিধায়ক, বিদায়ী সাংসদ।	রসুলপুরে সমুদ্রবন্দর করা। কাঁথির উন্নয়নে আরও গতি আনা।
৩২। ঘাটাল	দীপক অধিকারী (দেব, তৃণমূল কংগ্রেস)	৩০	কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং	ফিল্মে অভিনয়	বাংলা সিনেমার বর্তমান জনপ্রিয় অভিনেতা। –এ ডিপ্লোম	আলাদা করে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বিশ্বার করি না, মানুষের জন্য কাজ করব।
৩৩। ঝাড়গ্রাম (ত. উ.)	ডা. উমা সোরেন	২৯	এমবিবিএস	চিকিৎসক	চিকিৎসা সূত্রে তৃণমূল নেতাদের মাধ্যমে দলনেত্রীর নজরে পড়া।	রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের জঙ্গল মহলে শান্তি বজায় রাখব।
৩৪। মেদিনীপুর	সন্ধ্যা রায় (তৃণমূল কংগ্রেস)	৭৪	প্রথাগত ডিগ্রি নেই।	অভিনেত্রী	বাংলা সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী।	প্রতিশ্রুতি প্রকাশ্যে আনতে চান না। তবে প্রথমে রাস্তার হাল ফেরাব।
৩৫। পুরুলিয়া	ডাঃ মৃগাঙ্ক মাহাতো	৫১	এমবিবিএস	চিকিৎসক	বাবা সীতারাম মাহাতো প্রাক্তন মন্ত্রী। নিজে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক।	জেলায় পানীয় জল, সেচ, রাস্তা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়ন করা।
৩৬। বাঁকুড়া	শ্রীমতী দেববর্মা (মুনমুন সেন)	৬০	এমএ	ফিল্ম ও যাত্রা অভিনেতা	স্কুল শিক্ষিকা, বাংলা সিনেমা, যাত্রা।। মায়ের মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রী সান্নিধ্যে	এলাকার মানুষের দুঃখকষ্টের কথা লোকসভায় ইংরেজি ও হিন্দিতে বলা।
৩৭। বিষ্ণুপুর (তপঃ)	সৌমিত্র খান	৩৩	উচ্চমাধ্যমিক	---	কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন। দল বদলেই লোকসভার টিকিট।	মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করা। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নতি করা।
৩৮। বর্ধমান পূর্ব (তপঃ)	সুনীল মণ্ডল	৫৫	বিএ, বিএড	শিক্ষক	গলসি কেন্দ্রের ফব–র প্রাক্তন বিধায়ক (২০১১)। ফেব্রুয়ারিতে তৃণমূলে যোগ।	পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা, কৃষির উন্নয়ন, প্রাচীন স্থাপত্যগুলির সংস্কার করা।
৩৯। বর্ধমান–দুর্গাপুর	ডাঃ মমতাজ সংঘমিত্রা বেগম	৬৭	এমডি, ডিজিও, এমবিবিএস	চিকিৎসক	বাবা বাম আমলের স্পিকার। স্বামী তৃণমূলের মন্ত্রী। নিজে নির্বাচনে প্রথম।	বর্ধমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন করা। মেডিকেল শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো।
৪০। আসানসোল	সুপ্রিয় বড়াল (বাবুল, বিজেপি)	৪৩	বিকম	সঙ্গীত শিল্পী	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে মুম্বইয়ের গায়ক।	খনি–শিল্পাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের সমস্যার সুরাহা করা।
৪১। বোলপুর (তপঃ)	ড. অনুপম হাজরা	৩১	পিএইচডি	অধ্যাপনা	বিশ্বভারতীর সমাজবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। ছাত্র রাজনীতির সূত্রে তৃণমূলে।	এলাকায় গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা।
৪২। বীরভূম	শতাব্দী রায়	৪৪	বিএ	বাংলা ফিল্ম ও যাত্রায় অভিনয় এবং কবিতা চর্চা	বংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী। বিদায়ী সাংসদ।	কোনও প্রতিশ্রুতি নয়। সাংসদ হিসাবে ভাল কাজ করেছেন বলে দাবি। আগামী দিনেও করবেন।

Alipur Barta : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.33, 7 June -13 June, 2014, Page-6

সীমানা ছাড়িয়ে

দেবভূমির অন্তরমহলে

সুজিত চক্রবর্তী

(গত সংখ্যার পর)

কেদারনাথ

তিলওয়ারা থেকে সকাল ৭টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম কেদারনাথের দিকে। চিন্তা হচ্ছিল গৌরীকুণ্ড থেকে ১৪ কিলোমিটার পাহাড়ি চড়াইয়ে হাঁটব কি করে, সন্ধ্যা উতরে যাবে হয়ত। ৪৫ কিলোমিটার মতো গিয়ে 'ফাটা' বলে একটা জায়গায় রাস্তার পাশে একটা সাইনবোর্ড নজরে পড়ল, একটি বেসরকারি হেলিকপ্টার সারভিসের। পাশে একটা সরকারি সংস্থাও একইরকম সার্ভিস দিচ্ছে। উভয়েরই দুটো করে হেলিকপ্টার কাজ করছে। হেলিপ্যাড থেকে কেদারনাথ যেতে মাত্র ১০ মিনিট সময় লাগে আর আসতেও তাই। আমি আর দ্বিতীয় কিছু না ভেবে হেলিকপ্টারেই যাওয়া ঠিক করলাম। কিন্তু মুশকিল হল, সবাই নাকি অগ্রিম টিকিট বুক করে রেখেছে। একটা উপায় ছিল। হেলিকপ্টার সাধারণত সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত চলে, তারপর আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায় আর সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি আবহাওয়া ১২টার পরও ভাল থাকে আর তার মধ্যে অগ্রিম বুক করা যাত্রীদের উড়ান শেষ হয়ে যায় তবে এক-দুটো অতিরিক্ত উড়ানের ব্যবস্থা করা হয় অগ্রিম বুক না করা যাত্রীদের জন্য। সেইরকম ভাবেই আমরা আসন পেয়ে গেলাম আর দশ মিনিট ধরে আকাশ পথে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে বেলা ১টা নাগাদ কেদারনাথ ধামে পৌঁছে গেলাম।

কেদারনাথ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২ হাজার ফুট উপরে। এই জুন মাসেও ঠান্ডা ৫-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর কনকনে হাওয়া। মন্দিরের এক পান্ডা বললেন, পুজো দিতে চাইলে এখনই আসুন। সকালে আরও কষ্ট হবে। রেস্টহাউসে গরম জলে স্নান করে চামড়ার জ্যাকেটের উপর চাদর মুড়ি দিয়ে মন্দিরে ঢুকলাম। ঘড়িতে তখন বেলা ২টো। শিব পুরাণে উল্লেখিত ভারতের বিশিষ্ট ১২টি শিব মন্দিরের মধ্যে এই কেদারনাথ। অষ্টম শতাব্দীতে আদি শঙ্করাচার্য এই মন্দির তৈরি করেন। গর্ভগৃহে কোন বিগ্রহ নেই, রয়েছে একটি কালো পাথর। ভক্তেরা তার ওপর দুধ বা ঘি ঢেলে প্রণাম করেন। মুখ্য দ্বারের দিকে মুখ করে একটি বিরাট পাথরে নন্দির মূর্তি খোদাই করা আছে। অনেকে সেখানে পুজো দেন। অক্টোবর থেকে যখন মন্দির বরফে ঢাকা পড়ে যায় তখন কেদারনাথে পুজো হয় নিচের উখি মঠে। পাণ্ডা আমাকে প্রায় ১ হাজার লোকের পিছনে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিল। আমার চারপাশের যাত্রীরা ভারতের নানা অঞ্চল থেকে এসেছেন। তাঁরা নিজেদের ভাষায় গান গাইছিলেন আর মাঝে মাঝে জয় বাবা কেদারনাথের জয় বলে হুঙ্কার ছাড়ছিলেন। এই সর্বভারতীয় সংস্কৃতির মনোরম পরিবেশে কখন যে ৩ ঘন্টা কেটে গেল টের পেলাম না। মন্দিরের মুখ্য দ্বারের কাছে প্রায় পৌঁছে গিয়েছি, কিন্তু আমার পুজারিকে দেখতে পাচ্ছি না। মনে শঙ্কা নিয়ে চলতে চলতে মুখ্য দ্বারের পাশে পৌঁছতে তিনি পুজোর থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গর্ভগৃহে ঢুকে বাবার গায়ে ঘি মাখিয়ে পুজো দিয়ে বেরিয়ে এলাম। তার পরে রাত ৯টা অবধি মন্দিরের চারপাশ ঘুরে রেস্টহাউসে ফিরে এলাম।

গুপ্তকাশী

সকাল সাতটায় একবার ফের মন্দিরে গিয়ে বাবা কেদারনাথের দর্শণ করে হেলিপ্যাডে গিয়ে পৌঁছলাম, পাছে বেলা বাড়লে ভিড় বেড়ে যায়। সকালের দৃশ্য বর্ণনা করা কঠিন। পাহাড়ের দুধসাদা চুড়োগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর সেই সঙ্গে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন হাওয়ার দাপটে দুলে দুলে এ ওর ঘাড়ে ঢলে পড়ছে। বেশি দেরি করতে হল না। প্রথম ট্রিপেই আমরা ফেরৎ চলে এলাম ফাটায়। রওনা দিলাম রুদ্রপ্রয়াগের দিকে।

১৪ কিলোমিটার চলার পর পড়ল গুপ্তকাশী। এখান থেকে আরও ২৩ কিলোমিটার গেলে পড়বে উখিমঠ। এত দূর যখন এলাম, ঠিক করলাম এই দু'টো তীর্থস্থানও দেখে যাই। গুপ্তকাশী সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৩০০ ফুট ওপরে অবস্থিত একটা সুপ্রতিষ্ঠিত তীর্থস্থান। এখানেও বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের ধাঁচে তৈরি শিবের মন্দির আছে। দেবভূমির অন্যান্য জায়গার মতোই এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিশেষ করে সবুজ বনরাজির পেছনে চৌখাম্বা পর্বতের শ্বেতশুভ্র শিখর খুবই মনোমুগ্ধকর। পুরাণে কথিত আছে যে ভগবান শিব, হিমালয় পুত্রী পার্বতীকে এই গুপ্তকাশীতেই বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং তারপর তাদের বিবাহ নিকটস্থ ত্রিযুঙ্গনারায়ণ গ্রামে সুসম্পন্ন হয়।

মুঘল সাম্রাজ্যের কুখ্যাত সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৯৬৯ সালে যখন বারাণসীতে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ তৈরি করে, তখন হিন্দু পুরোহিতরা ওখানকার শিবলিঙ্গ সুরক্ষিত রাখার জন্য সুদূর গুপ্তকাশীতে নিয়ে আসেন। তখন থেকেই নাকি সেই শিবলিঙ্গ এখানেই থেকে যায়, আর বারাণসীতে ফেরৎ নিয়ে যাওয়া হয়নি।

মহাভারত থেকে জানা যায়, যে পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাদের ভ্রাতৃহত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করতে যায়। কিন্তু ভগবান শিব পাণ্ডবদের যুদ্ধকালে নানাবিধ পাপকর্মের জন্য ক্রোধিত থাকায় তাদের সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছুক হন এবং ওদের পরিহার করতে নন্দীর ছদ্মবেশে গুপ্তকাশীতে চলে আসেন। পাণ্ডবরা সেটা বুঝতে পেরে সেখানে আবার তাঁকে তাদের প্রার্থণা জানাতে যায়। শিব তখন গুপ্তকাশী থেকেও উধাও হয়ে যান এবং গুপ্তভাবে কেদারনাথ, রুদ্রপ্রয়াগ, তুঙ্গনাথ, মধ্যমহেশ্বর এবং কল্পেশ্বর এই পাঁচটি জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। শোনা যায়, শিবের এই গুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই ওই জায়গার নাম গুপ্তকাশী হয়।

এখানে জানিয়ে রাখি যে, যদিও মূল বিশ্বনাথের মন্দিরের অবস্থান কাশী অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে, পরবর্তীকালে ভক্তদের সুবিধার্থে সমগ্র ভারতে কাশী বারাণসীতে সমতুল্য আরও পাঁচটি কাশী গড়ে ওঠে যেখানে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে একই প্রথায় পুজো হয়ে থাকে। সেগুলো হল উত্তরাখণ্ডে উত্তরকাশী এবং গুপ্তকাশীতে, হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডিতে, দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চিপুরমে, উড়িশায় ভুবনেশ্বরে এবং মহারাষ্ট্রে নাসিকে।

মন্দাকিনী নদীর পশ্চিম পাড়ে গুপ্তকাশী আর অপর পাড়ে উখিমঠ। সোজাসুজি নদী পার হওয়া যায় না। ওপারে যাওয়ার রাস্তাটা একটু ঘুরপথে, প্রায় ২৩ কিলোমিটার। অক্টোবর মাস থেকে যখন কেদারনাথের মন্দির বরফ পড়ার কারণে বন্ধ হয়ে যায়, মন্দিরের পুজো উখিমঠে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পরের ছ'মাস এখানেই পুজো চলতে থাকে। পুরোহিত এবং মন্দিরের কর্মচারিবৃন্ধ সমেত কেদারনাথের সমস্ত লোকেরাই ওই সময় উখিমঠ কিংবা গুপ্তকাশীতে এসে বাস করে। মে মাসে মন্দির খুললে আবার সবাই কেদারনাথে ফিরে যায়। এছাড়া উখিমঠে ভগবান ওঁকারেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত, যেখানে সারাবছর ধরে পুজো হয়ে থাকে। স্থানীয় প্রবাদ অনুযায়ী, উখিমঠে বানাসুরের কন্যা ঊষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরূদ্ধের প্রেম বিবাহ হয়। এরফলে বানাসুর এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ বানাসুরকে বধ করে। উখিমঠের কাছাকাছি আরও কয়েকটি সুন্দর জায়গা আছে, যেমন মধ্যমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, দেওরা লেক, ইত্যাদি।

বদ্রীনাথ, যোশীমঠ বলে একটা গুরুত্বপূর্ণ শহরের ওপর দিয়ে যেতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এখান থেকে বদ্রীনাথের রাস্তা নানা জায়গায় অপ্রশস্ত হওয়ার জন্য একমুখো ট্রাফিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এক ঘণ্টা গাড়ি জোশিমঠ থেকে বদ্রীনাথের দিকে আর তার পরের এক ঘণ্টা গাড়ি বদ্রীনাথ থেকে জোশিমঠের দিকে চলাচল করে। দুই প্রান্তে ফটকের সাহায্যে এই যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

রুদ্রপ্রয়াগ, বদ্রীনাথ থেকে প্রবাহিত অলকানন্দা আর কেদারনাথ থেকে প্রবাহিত মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। সুতরাং কি পরিমাণ সৌন্দর্যময় এই শহর আন্দাজ করা কঠিন নয়।

তার মধ্যে মণ্ডলের রেস্টহাউসটি একেবারে সঙ্গমের ধারেই নির্মাণ করা হয়েছে। রেস্টহাউসের বারান্দায় বসে গভীর রাত অবধি উপর খণ্ডের উপল দিয়ে বয়ে যাওয়া দুই নদীর কুলুকুলু গান শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম টের পাইনি।

ডাবু: পর্যটনের নতুন দিশা দেখাতে পারে, কিন্তু...

বিশ্বজিৎ পাল • ক্যানিং

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার নিকাড়ীঘাটা পঞ্চায়েতের সাতমুখী ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায় দীর্ঘ ৮ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। বাম আমলের বন্ধ হওয়া ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি এবার খোলার উদ্যোগ নিল সুন্দরবন উন্নয়ণ পর্ষদ। ইতিমধ্যে পর্ষদের সচিব, ইঞ্জিনিয়ার, আধিকারিকরা ডাবু পরিবদর্শন করে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন বিভাগীয় দফতরে। রিপোর্ট পর্যালোচনার পর রূপরেখা ঠিক হবে বলে জানা গিয়েছে।

১৯৮৫ সালে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং-এ ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি চালু হয়। প্রায় ১৫০ বিঘে জমির উপরে গড়ে উঠেছিল এটি। এখানে আছে বেশ কয়েকটি ঝিল যা শীতের সময় ভরে উঠতো দেশ-বিদেশের পরিযায়ী পাখিতে। এছাড়া পোর্ট ক্যানিং অ্যান্ড ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির আমলে তৈরি বিভিন্ন স্লুইজ গ্রেট। সব মিলিয়ে ঘরের কাছে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ডুবে যাওয়ার সুযোগ।

গাছ পড়ে তার ছিঁড়ে বেহাল ডাবু পর্যটন কেন্দ্র।

ডাবু সেচ দফতরের অধীনে। ৩ জন নাইট গার্ড থাকলেও বেশ কয়েক বছর ধরে পর্যটন কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় রাতের অন্ধকারে বেশকিছু মূল্যবান গাছ চুরি গিয়েছে অভিযোগ স্থানীয় মানুষজনের। এমনকী পোলের ইলেকট্রিক তার পর্যন্ত কেটে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে দুস্কৃতীরা। বিশেষ করে ২০০৯ সালে ২৫ মে আয়লার তাণ্ডবে বহু মূল্যবান গাছ পড়ে যায়। ছিঁড়ে যায় বৈদ্যুতিক তার। বিদ্যুতের পোল পড়ে যায়। সেই বাম আমলে লুটের রাজত্ব দেখার কেউ ছিল না। বহুবার আবেদন করেও কোনও লাভ হয়নি। রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ণ ও সেচ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের সচিব, ইঞ্জিনিয়র, আধিকারিকরা রিপোর্ট তৈরি করে। সেই রিপোর্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে পর্যটন দফতরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মন্ত্রী আরও বলেন, ক্যানিং ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি কলকাতার খুব নিকটে। এটি চালু হলে ফলে পর্যটকদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হবে। তাই সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুলে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি চালু কারর জন্য সুন্দরবন উন্নয়ণ দফতর থেকে ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটিকে সাজিয়ে তুলতে বেশ কিছু কটেজ, গেস্ট হাউস, উন্নতমানের শৌচালয়, আলোক সজ্জা, এ.টি. এম পরিষেবা, সৌন্দর্যায়ণ প্রমুখ উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সামনের শীতে পর্যটন কেন্দ্রটি যাতে চালু করা যায় তার জন্য দ্রুততার সঙ্গে পরিকল্পনার কাজ চলছে।

স্লুইস গেটও পড়ে আছে নিজের মতো।

ছবি: কাকলী পাল

ধর্ম

সমতট ভূমির আদিতীর্থ কালীঘাট

(গত সংখ্যার পর)

সতেরশ বিয়াল্লিশ সালে বাংলায় শুরু হয় মারাঠা তাণ্ডব। ভাস্কর পণ্ডিত আর তেইশ জন মারাঠা সর্দার কুড়ি হাজার বর্গি সেনা সঙ্গে করে এদেশে আসেন। তাদের বাসনা ছিল, বাংলাকে নাগপুরের সঙ্গে জুড়ে দেবার। কিন্তু শিবাজীর মৃত্যুতে তাদের সব কাজে বাধা পড়ে। শিবাজীর জীবিতকালে দিল্লির বাদশা, রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বা চৌথ মারাঠাদের দেওয়া হবে বলে স্বীকার করেছিলেন। সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাংলার নবাব আলিবর্দির কাছে প্রাপ্য পাওনা চেয়ে পাঠান। কিন্তু আলিবর্দি তা দিতে অস্বীকার করেন। সেই রাগে বিশ হাজার বর্গি সেনা বাংলারসর্বত্র ব্যাপক তাণ্ডব চালান। কিন্তু কালীঘাটে এসে মারাঠা সর্দার বলেন, এসব লুঠের সম্পত্তি এই দেবস্থানে ছেড়ে গিয়ে গেলাম, কে পাণ্ডা এখানকার? কাঁপতে কাঁপতে রামকৃষ্ণ বললেন, আমিই এখানকার পাণ্ডা। তাঁকে মারাঠা সর্দার এক পাঞ্জা লিখে হাওলা করে দিলেন, কালীঘাট আর কালী মন্দির। সেই হাওলার সুবাদে রামকৃষ্ণ পাণ্ডা হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ হালদার।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পাঞ্জার জোরে রামকৃষ্ণ অপর পক্ষের চারভাইকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করতে চাইলেন। সেই সুবাদে একদিন রাতে চার ভাই একসঙ্গে মা কালীর পাষাণময় পদাঙ্গুলি জোর করে আনতে গিয়ে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলেন। হাতাহাতি হতে হতে মায়ের পাষাণময় পদাঙ্গুলি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। একটুকরো নিয়ে পালালেন রামগোপাল ও তার ভাইয়েরা। বাকী টুকরো রামকৃষ্ণ তুলে রাখলেন মন্দিরে লোহার পেটিকাতে চাবি দিয়ে। কিছুদিন পরে রামগোপালের দু'টি চোখ অন্ধ হয়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন।

রামগোপালের জামাই হরচন্দ্র ওরফে হরো বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন খুড়শ্বশুর রামকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে। একদিন পাঞ্জার শর্ত নিয়ে আলোচনার সময় মারাঠা সর্দারের পাঞ্জা দেখালেন হরো বাড়ুয্যেকে। হঠাৎ হরচন্দ্র মারাঠা সর্দারের দেওয়া 'হাওলা'-টা মুখে পুরে চিবিয়ে পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দিলেন।

এই মহাসংকটের দিনে এক যোগী গুরুর সন্ধান পান রামকৃষ্ণ। তার নির্দেশে তিনি সংকট মুক্ত হন। বিবাদ মিটিয়ে নেন জ্ঞাতিদের সঙ্গে। আবার একত্রিত হয় মায়ের পাষাণময় পদাঙ্গুলি। মন্দিরে মূর্তির বায়ুকোণে লোহার বাক্সে রাখা হয় দু'খণ্ডে বিভক্ত পাষাণময় পদাঙ্গুলি। একাজের জন্য হরো বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শ্বশুরের কাছ থেকে পাঁচ বিঘা জমি উপহার পান। এছাড়া ঠিক হয়, নিত্য পুজোর জন্য তাদের কোনও পক্ষই নিভৃতে গোপনে মায়ের কোনও কিছু স্পর্শ করতে পারবেন না। এজন্য দু'জন সৎ ব্রাহ্মণ সন্তান মায়ের মূর্তি রক্ষা করা, তাঁর অঙ্গবাস ঠিক করা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হবেন।

কালীপুজোর দিন মা কালী পূজিতা হন মা লক্ষ্মী রূপে। যেহেতু কালীঘাটে মায়ের নিত্য পুজো হয় তাই কালীপুজোর দিন আলাদা করে কালীপুজো হয় না। সেবাইতরা মনে করেন মা

কালীপুজোর দিন মা কালী পূজিতা হন মা লক্ষ্মী রূপে। যেহেতু কালীঘাটে মায়ের নিত্য পুজো হয় তাই কালীপুজোর দিন আলাদা করে কালীপুজো হয় না।

কালী তাদের গৃহদেবী। তবে এই লক্ষ্মীপুজোর বিশেষ সময় আছে। অমাবস্যা পড়ার পর যখন সন্ধ্যার সময় আসে তখন হয় লক্ষ্মীপূজা। যেমন কোনও বছর যদি অমাবস্যা পড়ে রাত ন'টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটের পর, তাহলে তার পরেরদিন সন্ধ্যাবেলা যতক্ষণ অমাবস্যা থাকবে, সেইসময় কালীঘাটের মন্দিরে মহালক্ষ্মী পুজো হবে।

কালীঘাটের সেবাইতেরা মা লক্ষ্মীকে শ্যামালক্ষ্মী নামে সম্বোধন করে থাকেন। পুজো শুরুর আগে অলক্ষ্মী বিদায়ের পালা চলে মন্দিরের বাইরের মনসাতলা তথা ষষ্ঠীতলায়। তারপর গর্ভগৃহে মালক্ষ্মীর ধ্যানে মা কালীর পুজো করা হয়। লক্ষ্মীর ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়, বিভিন্ন ধরনের নিরামিষ খাবার। যেমন, পোলাও, সাদা ভাত, ডাল, চাটনি প্রভৃতি। তবে মা কালী যেহেতু আমিষ ভোগ গ্রহণ করেন তাই মা লক্ষ্মীর ভোগের থেকে একটু দূরে দেওয়া হয় আমিষ ভোগ। পুজোর পরে আরতি করে শেষ হয় সেদিনের আরাধনা। একই সঙ্গে আরতি করা হয় মা লক্ষ্মী ও মাকালীর উদ্দেশ্যে।

আলাদা করে কালীপুজো করা হয় বছরের একটি বিশেষ দিনে। ওই দিনটি হল, বৈশাখ বা জৈষ্ঠ্য মাসের কোনও শনি বা মঙ্গলবার যেদিন অষ্টমী, নবমী বা চতুর্দশী থাকবে। সেদিন কালীঘাট মন্দিরে রক্ষাকালীর পুজো করা হয়ে থাকে। পুজো চলে রাত ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত।

দুর্গাপুজোর চারদিন কালীঘাটে মা কালী পূজিতা হন মা দূর্গা রূপে। পুরোহিতের কণ্ঠে ভেসে আসে, 'দুর্গা কালিকা ঐ নমঃ'। শাস্ত্র তৈরি করেছেন শাস্ত্রকার অর্থাৎ এই ধরিত্রীর মানুষজন। আসলে মন যদি বলে তুমি অন্ধকারে, অদৃশ্যলোকেও তুমি। আর মন যদি বলে তুমি নও, শত স্পর্শ-ঘ্রাণ-স্বাদ-গন্ধ সত্ত্বেও তুমি নিঃসাড়, তুমি নির্জীব তাহলে তাই। 'মা' এই একাক্ষরী মন্ত্রের কত জোর। তাকে ডাকলেই হয়ে যায় মন্ত্রোচ্চারণ। ন্যাস-প্রাণায়াম, ব্রত-তীর্থ কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। সুখেও তিনি মা, দুঃখেও তিনি, আবার ভয়ের সময়েও তাঁর নামে ধ্বনি দিয়ে ওঠে। কারণ তিনি সর্বভাবিনী, সর্বব্যাপিনী মা। ***(সমাপ্ত)***

মাঙ্গলিকী

বড়িষার জাদু আড্ডায় সংবর্ধিত হলেন জাদুশিল্পী জহর চ্যাটার্জি

বড়িষার জাদু আড্ডা দ্বাদশ বর্ষে পা দিল। গত ১৩ এপ্রিল আড্ডায় উপস্থিত সকলে তাই উঠে দাঁড়িয়ে আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জাদুকর সমীর গুহঠাকুরতা ও আড্ডার 'জননী' শ্রীমতী গুহঠাকুরতাকে পাক্কা ২ মিনিট উষ্ণ করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। দীর্ঘকাল ধরে আড্ডার সাফল্যের পিছনে সব জাদুকরদের প্রতি গুহঠাকুরতা দম্পতির ভালবাসার কথাই ফুটে উঠল বরিষ্ঠ জাদুকর বেদমোহন ঘোষ, জাদু স্রষ্টা গোরা দত্ত'র ভাষণে আড্ডায় উপস্থিত জাদুপ্রেমী অরুণ ঠাকুর (আলিপুরবার্তা সাপ্তাহিকি'র প্রকাশনী সংস্থা নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সহ সভাপতি) সমীর গুহঠাকুরতার বিশেষ গুণাবলীর কথা উল্লেখ করলেন তাঁর বক্তব্যে। একই কথা বললেন বরিষ্ঠ সৌখীন জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার। আড্ডার শুরুর দিনের স্মৃতিচারণা করলেন আড্ডায় প্রথম দিন থেকে যুক্ত পেশাদার জাদুকর অশোক বিশ্বাস, বরিষ্ঠ সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আড্ডা নিয়ে অতি স্মৃতিমেদুর, হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য রাখলেন সমীর গুহঠাকুরতা। সুনির্বাচিত উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন মায়াবালা ঠাকুর।

এদিন এই শুভ সন্ধ্যায় বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হল বহরমপুরবাসী বরিষ্ঠ গুণী জাদুকর জহর চ্যাটার্জি মহাশয়কে। তার আজীবন সমৃদ্ধ জাদু প্রদর্শনীর জন্য তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল মানপত্র। এটির রচয়িতা ও প্রস্তুত কারক জাদুকর গোরা দত্ত মানপত্রটি পড়েদিলেন। মানপত্রটি জহর চ্যাটার্জির হাতে তুলে দিলেন জাদুকর বেদমোহন ঘোষ। সঙ্গে রইলেন গোরা দত্ত, অরুণ বন্দ্যাপাধ্যায়, সতীপ্রসাদ সরকার, সমীর গুহঠাকুরতা - উপস্থিত সকলের উষ্ণ করতালিতে আপ্লুত হলেন জাদুশিল্পী জহর চ্যাটার্জি। এরপর তাঁর সঙ্গে বহুদিনের বন্ধুত্বের কথা বললেন সতীপ্রসাদ সরকার। জাদু-সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন জহর চ্যাটার্জির জাদু শৈলীর কথা। সুদীর্ঘকাল ধরে জহর চ্যাটার্জি চাকরির সার্থেই বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে জাদু প্রদর্শনী দিয়ে আসছেন। এক সময়ে প্রতি বছরে চন্দননগরে জাদুকর সম্মেলনে নতুন নতুন খেলা প্রদর্শন করতেন। যা পরে তরুণ জাদুকরেরা তাঁর প্রদর্শনী থেকে শিখেই নিজেদের প্রদর্শনীতে দেখাতেন। বহু অনুষ্ঠান অতি রুচিশীলভাবে সঞ্চালনা করতেন। প্রতিবছর চন্দননগর জাদুকর সম্মেলনে 'মধ্যরাত্রির বৈঠকী জাদুর আসর' জমাতেন জহর চ্যাটার্জি ও আরেক জাদুকর অপু চ্যাটার্জি। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সে সব কথাই স্মরণ করলেন ('পুরনো সেই দিনের কথা...')। এরপর জহর চ্যাটার্জি অতি বিনম্রভাবে বললেন, এই আসরে এসে যে তিনি জাদুকর বন্ধুদের ভালবাসা পেলেন, বেদমোহন ঘোষ, গোরা দত্ত, প্রিন্স এস. লালের মতন গুণী জাদুকরদের উপস্থিতিতে তিনি যে সংবর্ধনা পেলেন, তাঁর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ উপস্থিত সকলের কাছে। এরপর জাদুশিল্পী জহর চ্যাটার্জি প্রদর্শন করলেন স্ট্যান্ডআপ জাদু হিসেবে জাদুকরদের প্রিয় একটি আধুনিক রোপরুটিন। অতি ধীর লয়ে সমৃদ্ধ বাচনের সঙ্গে প্রদর্শিত এই রোপরুটিনটি হয়ে উঠল তাঁর হাতে যেন 'কবিতা'! পরে দেখালেন বৈঠকী জাদু, যার মধ্যে ধ্রুপদী পাশ্চাত্তের কাপস অ্যান্ড বলের জাদুও ছিল। শ্রী চ্যাটার্জির এই পরিবেশনের সময় এই প্রতিবেদকের মনে পড়ে যাচ্ছিল লুই গ্যানসনের বিখ্যাত দুটি বই, 'আর্ট অব ক্লোজ আপ ম্যাজিক'-এর প্রথম খণ্ডে বর্ণিত একটি অধ্যায়ের কথা। যেখানে জাদুকর-পাঠককে বলা হয়েছে আধুনিক বৈঠকী জাদুর ধারা কেমন হওয়া উচিত। আর এদিন আসরে জহর চ্যাটার্জি 'পেজ টু স্টেজ' কথাটিকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর অনবদ্য, অনুনকারী বৈঠকী জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে। তাঁর সার্বিক জাদুপ্রদর্শনী বারবার উপস্থিত নবীন-প্রবীণ জাদুকরদের করতালিতে সংবর্ধিত হল। এই প্রতিবেদকের ধারণা, শ্রী চ্যাটার্জি কিছুটা চেষ্টা করলেই তাঁর অনবদ্য আনুষ্ঠানিক বৈঠকী জাদু প্রদর্শনী বিভিন্ন ঘরোয়া আসরে বাণিজ্যিক প্রদর্শনী হিসেবে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে পারবেন।

এদিন শেষ পর্বে যথারীতি বিবিধ রসের বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদু দেখালেন প্রিয়ম গুহ, শুভায়ন শিকদার, দেব মল্লিক, গোরা দত্ত, অনুপ চক্রবর্তী, তপন মিত্র, অশোক বিশ্বাস, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদমোহন ঘোষ প্রমুখ। বেদমোহন বাবু পুরনো দিনের কলকাতার জাদু চর্চার কথা বললেন। ৫০ বছরের পুরনো খামে নিজের লেখা দুটি সাহিত্য গ্রন্থ উপহার দিলেন জাদুশিল্পী জহর চ্যাটার্জিকে। সব শেষে আলাদা করে বলতে হয় ৬ বছরের খুঁদে জাদুকর সূর্য্য মল্লিকের কথা। 'জগত পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা'- এই আলোতেই শ্রীমান দেখালো জাদু, কিন্তু প্রমাণ রাখল তার সপ্রতিভতার। সুতরাং যথার্থ প্রশিক্ষণ পেলে খুদে জাদুকর সূর্য্য মল্লিক একদিন দক্ষ জাদুকর হয়ে উঠবে, তা ৫৫ বছর পার করে জাদু জগতে বিচরণরত এই প্রতিবেদক দায়িত্ব নিয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন... এদিন আসর বার বার সংস্কৃতিপ্রেমী সঙ্গীতশিল্পী মায়াবালা ঠাকুরের পরিবেশিত গানে সমৃদ্ধ হয়।

এদিন জাদুশিল্পী জহর চ্যাটার্জিকে বিবিধ জাদুর খেলা (নিজের সৃষ্ট খেলার সঙ্গে) উপহার দিলেন জাদু স্রষ্টা গোরা দত্ত। আড্ডার তরফে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপহার দিলেন বিদেশ থেকে পাওয়া কিছু বিরল খেলার ম্যানসক্রিপ্ট, উপহার দিলেন বন্ধুবর জাদুকর শ্রী নিবাসের খেলা শ্রী চ্যাটার্জির হাতে এইসব উপহার তুলে দেবার মাধ্যমে বড়িষার জাদু আড্ডায় দ্বাদশবর্ষের প্রথম আড্ডা আরও উজ্জ্বল হল।

অন্য খবর

পরিবেশগত ছাড়পত্র এবার অনলাইনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার নতুন একটি ব্যবস্থা গত ২৯ মে নয়াদিল্লিতে সূচনা করলেন শ্রী প্রকাশ জাভেদকর। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করার পর সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় শ্রী জাভেদকর বলেন যে, অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার নতুন এই ব্যবস্থার ফলে স্টেক হোল্ডাররা একাধিক ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন। এর মধ্যে রয়েছে - পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, অনলাইনে নিরন্তর নজরদারি ও আবেদন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সময়সীমা মেনে চলা, পর্যায়ভিত্তিক অনুমোদন ও অনুপালন ব্যবস্থা এবং আরও বেশি ব্যবহার-বান্ধব আবেদন প্রক্রিয়া। তিনি আরও জানান যে, নতুন এই ব্যবস্থার আওতায় আবেদনকারীকে ওয়েবসাইটে নথিভুক্ত হতে হবে। নথিভুক্তিকরণের পর তাকে

একটি পাসওয়ার্ড প্রদান করা হবে। এই পাসওয়ার্ডটি আবেদনকারীকে সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি মন্ত্রক ও আবেদনকারীর মধ্যে স্বচ্ছতা বজায় রাখতেও সাহায্য করবে। শ্রী জাভেদকর জানান যে, সম্পূর্ণ অনুমোদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও পর্যায়ভিত্তিক সময়সীমার পাশাপাশি একটি সর্বোচ্চ সময়সীমাও থাকবে। প্রতিটি পর্যায়ের সময়সীমা হ্রাস করতে ধারাবাহিক প্রয়াস নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। তিনি আরও জানান যে, রাজ্য সরকারগুলির প্রত্যাশা ও সমস্যার বিষয়গুলিও যথাযথভাবে বিবেচনা করে দেখা হবে এবং একইসঙ্গে দেশ গঠনেও তাদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হবে। তবে, পরিবেশ সংরক্ষণের চলতি প্রয়াসগুলিতে কোনওরকম আপোষ না ঘটিয়ে এই কাজ করা হবে। আগামী মাস থেকে অনলাইনে অরণ্য সংক্রান্ত ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে বলে তিনি জানান।

এর আগে, মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণের সময় উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা তাঁকে স্বাগত জানান এবং মন্ত্রকের কাজকর্মও তিনি পর্যালোচনা করেন।

দেশ দেশান্তরে

ভারত ও ইসরায়েল শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও মজবুত করবে

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত মিঃ অ্যালন স্পিজ আজ কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি ইরানির সঙ্গে বৈঠক করেন। দুই দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঘণিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্মরণ করে শ্রীমতী ইরানি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিকাশেরচালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে, উন্নত বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য সহযোগিতামূলক জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে যৌথ গবেষণা কর্মসূচির বিষয়টিও উত্থাপিত হয়। উভয় দেশই এই কর্মসূচিতে বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নিয়ে

শ্রীমতী স্মৃতি ইরানি

মিঃ অ্যালন স্পিজ

যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে। উল্লেখ করা হয় যে, প্রথম পর্যায়ে ৬৬টি যৌথ গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে এবং প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলির মূল্যায়ন দুই দেশের বিশেষজ্ঞরাই শীঘ্রই শুরু করবেন। জুন মাসের মধ্যেই মূল্যায়নের কাজ শেষ হবে বলে বৈঠকে জানানো হয়।

সে দেশের রাষ্ট্রদূত আরও জানান যে, তাঁর দেশ ২০০টি পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ প্রদান করে থাকে যার ৮০ শতাংশই ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা গ্রহণ করে। তিনি আরও জানান যে, স্নাতক স্তরে আরও ৪০টি স্কলারশিপ ও স্নাতকোত্তর স্তরে ৩০টি স্কলারশিপ শুরু করতে চলেছে ইসরায়েল। আগামী বছর মার্চ মাসে তাঁর দেশের নোবেল পুরস্কার জয়ী রসায়নবিদ মিসেস আদা ই যোনাথ ভারত সফরে আসছেন বলেও তিনি জানান। এই প্রেক্ষিতে, শ্রীমতী ইরানি তাঁর মন্ত্রকের আধিকারিকদের শিক্ষা বিষয়ক সভা-সম্মেলন আয়োজনের পাশাপাশি সে দেশের নোবেল জয়ী রসায়নবিদের সঙ্গে ভারতীয় তরুণ ছাত্রছাত্রীদের মতবিনিময়েরও সুযোগ করে দেওয়ার বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেন যাতে করে ছাত্রছাত্রীরা মৌলিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হতে পারে। সে দেশের রাষ্ট্রদূত তাঁর দেশে সফরে আসার জন্য শ্রীমতী ইরানিকে আমন্ত্রণ জানান।

পত্র-পত্রিকা আলোচনা

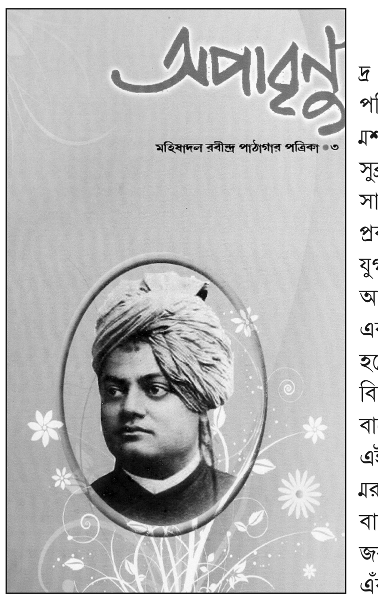

অপাবৃণু (মহিষাদল রবীন্দ্র পাঠাগার পত্রিকার নিজস্ব পত্রিকার বিরেকানন্দ সার্ধ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা) সম্পাদনা - সুব্রত মাইতি - বিবেকানন্দের সার্ধ জন্মশতবর্ষ স্মরণে প্রকাশিত এই সংখ্যাটিতে যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও জীবনের উপর রচিত একাধিক নিবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। আজকের সময়েও বিবেকানন্দ কতটা প্রাসঙ্গিক তা বারে বারে আমাদের মনে পড়ায় এইসব নিবন্ধগুলি। নতুন প্রজন্মের মধ্যে তাঁর জীবনাদর্শ ও বার্তা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী এবং সেই মহান কাজটি এঁরা করেছেন যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে। সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা। প্রচ্ছদ ও ছাপা পরিচ্ছন্ন।

অনুভূতি (পূবালী ও মানসী'র কবিতা সংকলন - সম্পাদনা চিন্ময় সেনগুপ্ত) - ছোট ফরম্যাটে এক কলামের প্রস্থে দুই কবির কবিতা সংকলন। প্রথমার্ধে পূবালী ও দ্বিতীয়ার্ধে মানসীর একগুচ্ছ কবিতা। পূবালী কবিতায় প্রকৃতির নানা রূপ নিপুণ ফুটে উঠে এসেছে বারে বারে, কবির মনের সরোবরে তাদের নিত্য আসা যাওয়া পাঠকদের মুগ্ধ করে। খুঁজে পাওয়া, কথোপকথন (ছাপা হয়েছে কথপোকথন!) ভাল লাগল। মানসীর কবিতার বিষয় অনেকাংশে জীবন ও জীবিকা কেন্দ্রিক। শৈশবের স্মৃতি, শিশু-শ্রমিকদের জন্য দরদ, জঙ্গলমহলের রক্তাক্ত দিনের কথা, নারী'র প্রতি পুরুষ সমাজের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ উঠে এসেছে তাঁর নানা কবিতায়। তবে কবিতা হিসেবে আরও ঠাস-বুনোটের অবকাশ ছিল। গোটা বইটিতে দৃষ্টিকটু রকমের বানান বিভ্রাট চোখে পড়ে। বিশেষত র এবং ড়-এর প্রয়োগ। কড়া নেরে (হবে নেড়ে- কবিতা নিথর অন্ধকার), প্রাণটা তখন বেড়োয় বেড়োয় (হবে বেরয় বেরয়), বৃষ্টিকে দেয় উজার করে (হবে উজাড়), ধরার উপড় (হবে উপর- কবিতা বৃষ্টি), শুধু পরে থাকবে দেহ (হবে পড়ে-কবিতা নারী), এমন অনেক নমুনা বইটির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে। সবশেষে আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায় লেখিকাদ্বয়ের পুরো নাম বইতে দেওয়া নেই, দেওয়া নেই পৃষ্ঠার ক্রমিক সংখ্যাও। এটি সম্পাদকের কৌশল না ভ্রান্তি, তা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েই গেল।

অচেনা রোদ্দুর (সমরজিত চক্রবর্তী'র গল্প সংকলন - প্রকাশনা একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩) - শব্দকিরণ পত্রিকার সম্পাদক সমরজিত চক্রবর্তীর পরিচিতি গল্পকার হিসেবে। অণু গল্পের মননশীল একাধিক নমুনা (বৃষ্টিভেজা সূর্য, এক কনভেন্ট শিক্ষিতা মহিলার চিঠি, পোস্টমর্টেম ইত্যাদি) এই সংকলনে রয়েছে। অপেক্ষাকৃত বড় গল্প ফিচেল রোদ্দুর কিন্তু বিন্যাস ত্রুটিতে বাঞ্ছিত নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করতে সক্ষম হল না। পাঠকের পূর্ণনুমান ধরেই এগিয়েছে গল্পটি। কেবল নিছক প্রেমের গল্প নয় জীবনের নানা মুহূর্তের রংছবি ধরা পড়েছে ওঁর গল্পে। বেশ কয়েকটি গল্পে লেখক ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্য নিয়েছেন বটে। বাকিগুলিতে রোজকার জীবনযাত্রার কথা চমৎকার ফুটে উঠেছে। তবে কয়েকটি গল্পে কিছু কিছু বিসাদৃশ্য এই সমালোচকের নজরে পড়ল, যেমন মানিবাগ গল্পে নায়ক অচিন্ত্য জানা লোকাল ট্রেন-এ ঝুলে ঝুলে হাওড়ায় পৌঁছবার ফাঁকে তার মানি ব্যাগটি খোয়া গিয়েছে, পরিদিন সেই ব্যাগটিই নায়িকার বাবা বিশ্বনাথবাবুর টেবিলে পড়ে থাকে কীভাবে। লেখকের ইঙ্গিত অনুযায়ী পকেটমারা বিশ্বনাথবাবুর বাড়তি পেশা হলেও, কেউ চুরি করা মানিব্যাগ সর্বসমক্ষে ফেলে রাখে কি! সংকলনের সেরা গল্প ব্রত। বইটির প্রচ্ছদ নজর কাড়ে, ছাপা পরিচ্ছন্ন, তবে কিছু কিছু মুদ্রণ-বিভ্রাট রয়ে গিয়েছে।

শব্দকিরন (সম্পাদক - সমরজিত চক্রবর্তী), গ্রাম-আদান, পোঃ- জনাই, হুগলী-৭১২৩০৪ - বৈশাখ ২০১৪ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ সাদা-কালোয় ছিমছাম। সম্পাদকের অন্ধ্রপ্রদেশের নব বর্ষ উৎসবের উপর লেখা উগাদি নিবন্ধটি আমাদের সমৃদ্ধ করে। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের নিবন্ধটি বড়ই সংক্ষেপিত। বাংলার রেনেসাঁ যুগ বা তার পরবর্তী সময়ে বহু মহীয়সী নারীদের উল্লেখ রয়েছে, তাঁদের লড়াই, ধৈর্য ও সহনশীলতার কথা আরও বহুল প্রচারিত হোক, এই প্রত্যাশা রাখা যেতে পারে। একমাত্র ছোট গল্পটি (সুশান্ত কুমার দে রচিত ঘৃণা) গল্প হয়ে ওঠেনি। কৃপণ স্বামী'র সঙ্গে স্ত্রী'র দ্বন্দ্ব খুবই স্বাভাবিক সম্পর্ক, কিন্তু তার জের-এ প্রৌঢ়া স্ত্রী শয্যাশাযী অশক্ত স্বামীকে কেবল ঘৃণা করে যাবেন, এটা ভারতীয় সনাতন নারী-মানসিকতার প্রতিচ্ছবি নয়। কবিতাগুলি পত্রিকার বলিষ্ঠ দিক। মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়, আবদুস শুকুর খান, বিকাশ দাশ, সুনীল মুখোপাধ্যায়, বিনয় ভড় প্রমুখের উল্লেখ করতেই হয় মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চপদী কবিতায় (জীবনমুখী) এত ইংরাজী শব্দের ভিড় কেন। আরও একটি অসঙ্গতি, তা হল কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেল এখনও উঠে তো যায়নি! আরতি দে-র কবিতা ইদানীং এক অকারণ দুর্বোধ্যতার কুয়াশায় মোড়া থাকছে। আরও একটু সহজ করেও কি বলা যেত না! জয়ন্ত রসিকের ছড়াটি রসসিক্ত। দেখা গেল কবিতার পাতাগুলিতে প্রায় এক-এক কলাম ফাঁকা ছেড়ে রাখা হয়েছে। ওই পাতাগুলোতে স্বচ্ছন্দে আরও আট-দশটি কবিতার জায়গা হতে পারত না কি। তবে কি বুঝতে হবে লেখার খরা চলছে?

লিটল ম্যাগাজিন সংবাদ (সম্পাদক - অসিতকৃষ্ণ দে) ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, ফ্ল্যাট ৫৬, ব্লক ৪, কলকাতা-৭০ ০০৩। কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নবকুমার শীল-এর প্রয়াণের পরে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতির বর্তমান কুশীলবদের চেষ্টায় আন্দোলনটি থেমে যায়নি। আদিত্য সেন (সাহিত্যের বোধ বিচার), রাণা চট্টোপাধ্যায় (বাঙলার ইতিহাসে গৌড়) ও পবিত্রভূষণ সরকার (রবি ঠাকরুরের ছিন্নপত্রের আঠারোটি চিঠির পর্যালোচনা) প্রমুখের নিবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে পত্রিকার মান বাড়িয়েছে। নবীন চক্রবর্তী, কল্পনা শেঠ, সুভাস পাল, অনাদিরঞ্জন বিশ্বাস, গৌতম কুমার দে, অমল কর প্রমুখের কবিতা মনে দাগ কেটেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সংবাদ পরিক্রমা লিটল ম্যাগাজিন জগতের নাড়ী বুঝতে সাহায্য করছে, এই কাজটি আজও নিষ্ঠার সঙ্গে এঁরা করে চলেছেন, এজন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ প্রাপ্য।

ক্রীড়া বার্তা

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

ম্যাচের সেরা হওয়া উচিত ছিল ঋদ্ধিরই: কোচ

তিলক দাস

দুরন্ত ব্যাটিং করে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের মুঠো থেকে ম্যাচ বের করে নিয়ে এসেছেন তিনি। আইপিএল ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ৫০ বলে ৯৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন। তাই ইতিমধ্যেই খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন আইপিএল ফাইনালের নায়ক মনীশ পাণ্ডে। অন্যদিকে তাঁর থেকে বেশি রানের ইনিংস খেলেও আজ প্রচারের আলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে বাংলার ঋদ্ধিমান সাহা। ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলার জন্য স্বাভাবিকভাবেই ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হয়েছিলেন কর্ণাটকের প্রতিভাবান মণীশ পাণ্ডে। তবে আয়োজকদের এই সিদ্ধান্তে রীতিমতো হতাশ ঋদ্ধিমান সাহার ব্যক্তিগত কোচ জয়ন্ত ভৌমিক। তিনি মনে করেন, রবিবার রাতে পঞ্জাব ম্যাচ হারলেও 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হওয়া উচিত ছিল তাঁর ছাত্রেরই। তিনি বলেন, 'ফাইনালে সাহা অসাধারণ একটা ইনিংস খেলেছিল। পাণ্ডের থেকে বেশি রান করার পাশাপাশি অনেক বেশি বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারিও মেরেছিল সাহা। আমি একটা জিনিস কোনওভাবে বুঝতে পারি না, কেন বেশিরভাগ সময়ই জয়ী দল থেকে ম্যাচের সেরা ঘোষণা করা হয়।'

আয়োজকদের এই সিদ্ধান্তকে মানতে পারছেন না জয়ন্তবাবু। ফাইনালে কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের বিপদের সময় ৫৫ বলে ১১৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন বাংলার এই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান। তাঁর সেই ইনংসের উপর ভর করেই ১৯৯ রানের বড় স্কোর দাঁড় করিয়েছিল প্রীতি জিন্টার দল। শুধু তাই নয়, ঋদ্ধির ইনিংস সাজানো ছিল ১০টি চার ও ৮টি ছয় দিয়ে। ঋদ্ধির কোচ মনে করেন, 'আর যদি মনীশ পাণ্ডেকে বাছা হয়েই থাকে, তাহলে অন্তত দু'জনকে যুগ্মভাবে এই পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল।'

তাঁর কথায় ''সাহা খুব কঠিন সময়ে ব্যাটিং করতে গিয়েছিল। স্কোর বোর্ডে মাত্র ৩০ রানের কাছাকাছি হয়েছিল। সেওয়াগ, বেইলির মতো দু'টো গুরুত্বপূর্ণ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল পঞ্জাব। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্যাট করতে গিয়েছিল ঋদ্ধি। সেই রানকেই ১৯৯-এ নিয়ে গিয়েছিল ও। দুরন্ত একটা ইনিংস ছিল। তাই ও জিতলেই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম।'

সেই সন্ধ্যেতে নিজের ছাত্র ঋদ্ধির সঙ্গে কথা হয়েছিল জয়ন্তবাবুর। ছাত্রকে চাপ মুক্তভাবে খেলার পরামর্শ দিয়েছেন গুরু। গুরুর কথা রেখেছেন ঋদ্ধি। কেরিয়ারের অন্যতম ইনিংস খেলেছেন বাংলার এই ক্রিকেটার। যা অনেক দিনই ক্রিকেটপ্রেমী মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। জয়ন্তবাবু জানান, 'ঋদ্ধির আত্মবিশ্বাস এখন বেশ ভাল জায়গায় রয়েছে। আশা করছি বাংলাদেশে ও ভাল পারফরম্যান্স করবে। আশা করছি বাংলাদেশে প্রথম এগারোতে খেলার সুযোগ করে নিতে পারবে ঋদ্ধি। রবীন উথাপ্পার থেকে অনেক ভাল উইকেটরক্ষকও। রবীন শুধু টি-২০ উইকেটকিপিং করে। কিন্তু ঋদ্ধি একজন রেগুলার ব্যাটসম্যান।'

নিজের সময় গোলরক্ষক ছিলেন ঋদ্ধির বাবা। আইপিএল ফাইনালের ফল নিয়ে বেশ হতাশ তিনি। বলেন 'টিভিতে ম্যাচটা দেখেছিলাম। একটা সময় তো মনে হচ্ছিল, পঞ্জাবের জয় নিশ্চিত।' তবে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। অনেকেই মনে সৌরভের পর একজন বাঙালি ক্রিকেটার হিসেবে নিয়মিত ভারতীয় দলে খেলার ক্ষমতা রয়েছে ঋদ্ধির। তবে বাংলার উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যানটির ভবিষ্যতে অনেকটাই নির্ভর করতে বাংলাদেশ সফরের উপর। বাংলাদেশে তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচের সিরিজ খেলতে যাবে ভারতীয় দল। এই সিরিজের সাফল্যের উপরেই নির্ভর করছে ঋদ্ধির ভবিষ্যত।

শোকের আবহে স্ফূর্তি: এ কোন সংস্কৃতি দেখল বাংলা

আজাদ বাউল

শাহরুখ সার্কাসে বাংলার ক্রীড়াজগত কতটা এগোল এই বিতর্কে না গিয়েও লেখা যায় বাংলার মন্ত্রী, টেলি-টলিউড শিল্পীরা জাতীয় সংগীত গাইতে যে ন্যূনতম সৌজন্য প্রদর্শন করতে হয় তার ধার ধারলেন না। কেকেআর নিয়ে আদিখ্যেতা মাননীয়া মমতাদেবী অনেক আগে থেকেই শুরু করেছিলেন। শাহরুখের সঙ্গে নাচ কিংবা সোনার চেন দেওয়ার মধ্যে আপাত কোনও রাজনীতি না থাকলেও 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার' বাংলার ক্রীড়া জগত নিয়ে কতটুকু অবদান রেখেছেন এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। ক্রিকেট নিয়ে প্রাইভেট কোম্পানীর প্রোমোটিং-এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার বিপুল ব্যয় করে চূড়ান্ত অপেশাদারিত্বের নমুনা প্রদর্শন করল। ঘোষক-ঘোষিকার বক্তব্য হারিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘনঘন ঘোষণায়। কয়েক ঘণ্টা আগে দেশের গ্রামউন্নয়ণমন্ত্রী মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় নিহত। রাষ্ট্রপতি থেকে ভিন্নমতাবলম্বী নেতারা দিল্লির অশোক রোডের বিজেপি কার্যালয়ে গোপীনাথ মুণ্ডেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেবেন। মমতাদেবী ফেসবুকে শোকপ্রকাশ করলেন তাঁর পূর্বাতন 'কলিগ' গোপীনাথ মুন্ডে'র জন্য। রাহুল, জয়ললিতা যেতে পারলেও তৃণমূলের 'হেভিওয়েট' কেউ যাননি।

শহরে বিজেপি নেতা তপন সিকদারের পার্থিব দেহ রয়েছে। বামফ্রন্টের নেতা গিয়ে প্রয়াত বিজেপি নেতাকে মাল্যদান করছেন অথচ বিশৃঙ্খল ইডেনে বাংলার 'দিদি' নাচগান আর 'লোকশাসনের' যে নজির রাখলেন তা একেবারেই সেই চির চেনা 'মমতা' নন। ঘরে বাইরে চাপের মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সংস্কৃতিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। বিশৃঙ্খলার কথা শুনলেই নেতানেত্রীরা বিরক্ত হচ্ছেন, সব দোষ সাংবাদিকদেরই!

সেদিনের কলকাতায় ...

ছবি: ফেসবুকের সৌজন্যে

বিশ্বকাপে 'সেক্স ট্যুরিজম'ই চিন্তায় রাখছে ব্রাজিল প্রশাসনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর মাত্র ২৪ দিনের অপেক্ষা। তারপরই বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে মাঠে নেমে পড়বে ৩২টি দেশ। আর ৩২টি দেশের জমজমাট লড়াই দেখতে প্রায় ৬,০০,০০০ পর্যটকের ভিড় জমানোর কথা ব্রাজিলে।

পছন্দের দলকে সমর্থন জানাতে ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফুটবল অনুরাগীরা ঘাঁটি গেড়েছেন ব্রাজিলে। আর তা সামাল দিতেই রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছে সেখানকার প্রশাসন। ১২ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে ফুটবল বিশ্বকাপ। তার আগে প্রশাসনিক আধিকারিকদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে 'সেক্স ট্যুরিজম' ও 'চাইল্ড প্রস্টিটিউশন'-এর বাড়বাড়ন্ত।

প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক মোরাইস বলেন, 'একটা বড় ইভেন্টকে কেন্দ্র করে দেশের বাইরে প্রচুর মানুষ ব্রাজিলে আসছেন। এখন আমাদের কাছে সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে 'সেক্স ট্যুরিজম'।

দেশে কতজন কম বয়সি যৌনকর্মী রয়েছেন, সে বিষয়ে সরকারি কোনও পরিসংখ্যান নেই। প্রাথমিক একটা পরিসংখ্যান মেলে অত্যাচারিত শিশুদের জন্য তৈরি সরকারি হটলাইন থেকে। ২০১৩ সালে মোট

১২,৪০০টি ফোন এসেছিল। যার মধ্যে ২৬ শতাংশই শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। বেশিরভাগ ফোনই এসেছিল দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে। এটি দেশের গরিব অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম। জল ও মনোরম সৈকতের জন্য এই অঞ্চলের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ সবসময়ই বেশি থাকে।

এক বছর আগে, পতিতাবৃত্তির রাস্তায় যাত্রা শুরু করেছিল তাইনা। তার গল্পে ব্রাজিলের একাধিক কিশোরীর গল্প প্রতিধ্বনিত হয়। মাত্র ১০ বছর বয়সে নিজের ঘরে নির্যাতিত হতে হয়েছিল তাঁকে। খাদ্য ও অর্থের প্রয়োজনে নিজের যৌনতা বিক্রি করতে থাকে সে। তাইনা জানান, 'আমি আর আমার বন্ধু, একটি বিখ্যাত ট্যুরিস্ট স্পট পোন্টা নেগ্রাতে চলে যেতাম। গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতাম। তারপর সেই গাড়িতে করেই চলে যেতাম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকতেন বিদেশি পর্যটকরা। অনেক সময় ব্রাজিলিয়ানরাও আসতেন।' এখন তাঁর ১৮ বছর বয়স। নতুন করে জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করছে তাইনা। 'ভিরা ভিডা' (তোমার জীবন বদলাও) এই সরকারি পরিকল্পনার মাধ্যমে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ছে সে। শিশু যৌন কর্মীদের সাহায্যের জন্যই এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

বেশ কয়েক বছর ধরেই বামপন্থী রাষ্ট্রপতি দিলমা রাওসেফের সরকার ঘরোয়া হিংসা, শিশুদের যৌন নির্যাতন, মানুষ পাচারের মতো বিষয়গুলি বন্ধের জন্য নানা পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। যে স্থানে এই সমস্ত কার্যকলাপ বেশি দেখা যায়, সেখানকার জন্য বেশ কিছু নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার, হোটেলের রিসেপশনিস্টদের জন্য বেশ কিছু বাধা নিষেধ চালু করা হয়েছে। জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য পাবলিক স্পেসে বিভিন্ন বার্তা লিখে পোস্টার লাগানো হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

শিশু সুরক্ষা ও পর্যটন মন্ত্রকের প্রধান অ্যাদেলিনো নেটো বলেন, 'যে সমস্ত পর্যটকরা ব্রাজিলে আসবেন তাঁদের মধ্যেও এ বিষয়ে প্রচার চালানো হবে। বিমানবন্দর, বিমান, বাস, ট্রেন, স্টেশন, হোটেল সমস্ত জায়গায় প্রচার করা হবে যে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন অন্যায় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।' শিশুদের নিয়ে কাজ করা একটি সংস্থা যেটি দক্ষিণ আফ্রিকা ও জার্মানির বিশ্বকাপ আয়োজনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে ব্রাজিলকে এই টুর্নামেন্ট আয়োজনে সাহায্য করছে, তার এক আধিকারিক তাতিয়ানা আকাবানে বলেন, 'এত বড় একটি ইভেন্টের ফলে শিশুদের বিপদ বেড়ে যায়। দেশে পর্যটকের সংখ্যা ও অ্যালকোহলে খরচের পরিমাণ এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। ছুটি থাকায় শিশুরা এখন বাড়িতেই রয়েছে।'

১৮ বছরের উর্দ্ধে পতিতাবৃত্তি বৈধ ব্রাজিলে। তবে দেশের সম্মান রক্ষার্থে বিশ্বকাপের সময় 'সেক্স ট্যুরিজম' রোধেও পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। বিদেশি পণ্য ও বিজ্ঞাপনেও নিয়ন্ত্রণ চালানো হচ্ছে। তাই বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির বিজ্ঞাপনেও নানা আপত্তি তোলা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি রাওসেফ ট্যুইটারে জানান, 'বিশ্বকাপের জন্য দেশে আগত সমস্ত পর্যটককেই স্বাগত জানাচ্ছে ব্রাজিল। তবে সেই সঙ্গে 'সেক্স ট্যুরিজম' রোধে সমস্ত রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু যৌন কর্মীদের দাবি, এই টুর্নামেন্ট থেকে তাঁদের লাভ করার অধিকার রয়েছে। যৌন কর্মীদের একটি সংগঠন তাঁদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলে, 'এত পর্যটক দেশে এসেছে। প্রত্যেকেই অতিরিক্ত লাভ করছে। হোটেল, এয়ারলাইন্স, অন্যান্য ব্যবসা। তাহলে আমরাই বা কেন বঞ্চিত হব অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন থেকে। তরুণীদের নির্যাতনের বিরোধিতা আমরাও করে এসেছি। কিন্তু সরকার সবকিছুকে একদিক দিয়ে বিচার করছে, তরুণীদের নির্যাতন, মানুষ পাচার ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পতিতাবৃত্তি।'

মনের খেয়াল

পুষি বেড়াল, পুষি বেড়াল,
এত সেজেছো কেন ভাই?
– 'লণ্ডনেতে গিয়েছিলাম,
রাণীকে দেখতে, তাই!'

দিশানী নন্দী, বিদ্যাভারতী স্কুল, চতুর্থ শ্রেণি।

*ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা **JPEG** ফরম্যাটে*

ম্যাজিক

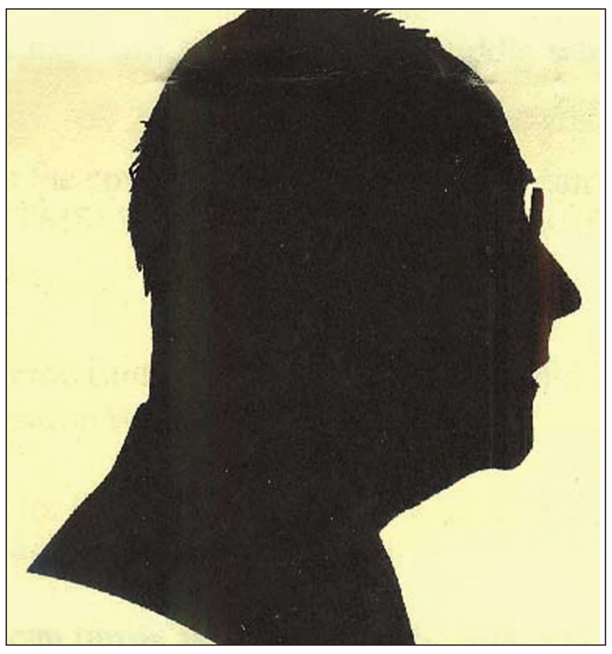

ছায়াবাজি

ছবিতে মানুষটির চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো (একটা লম্বা কালো দাগ দেখতে পাচ্ছ তার পাশে সাদা অংশটুকু)। চোখের পাতা না ফেলে মনে মনে ১ থেকে ৬০ গোনো। তারপর একটা সাদা দেওয়ালের দিকে তাকাও। হঠাৎই তুমি দেওয়ালে মানুষটির সাদা ছায়া দেখতে পাবে – এই হল গিয়ে 'ছায়াবাজি'!

অরুণ ব্যানার্জির সংগ্রহ থেকে

হারের পর ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: হকি বিশ্বকাপে পরপর দুটি হারের পর এবার স্পেনের সঙ্গে ড্র করল ভারত। গ্রুপ লিগে মাত্র ১ পয়েন্ট পেয়ে একেবারে শেষে মালোশিয়ার উপরে রইল ভারত। দিনের পর দিন হকিতে পিছিয়ে পড়ছে একদা হকিখ্যাত ভারত। আমরা যখন ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতিতে মত্ত, তখন চোখের আড়ালে হকির গৌরব আজ অস্তমিত প্রায়। পুনরুদ্ধারের নেই কোনও উদ্যোগ, নেই তেমন কোনও স্পনসরের দেখা। এভাবে চলতে থাকলে হকির জগত থেকে হারিয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না বলেই হকি মহলের অভিমত।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।